Purchased of Lit Page 31st Jany 1859.

মহাভারতীয়

বৃহৎ ভীষ্মপর্ব্ব।

Bhiesho Purba.

গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক পদ্য রচিত

তাহা

পুনর্ব্বার সংশোধন পূর্ব্বক

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত মধুসূদন শীলের

অনুমত্যনুসারে

ECWB

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

আহিরীটোলা ৯ নং বাটী।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯

মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

উভয় দলের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন। উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥ কোন কর্ম্ম করিলেন দুর্য্যোধন বীর। কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥ বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়। দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥ কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমর সময়। যে বিহিত ইহার করহ মহাশয়॥ শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন। যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ॥ তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির। চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহা বীর॥ পাঁচ কোটি রথী সাজে ত্রিশ কোটি হাতী। ষষ্টি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি॥ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে। সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে॥ সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন। নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন॥ শ্রীহরি করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়। কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয়২ তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ। পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ॥ দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়। যুদ্ধ করিবারে যান সমর দুর্জ্জয়॥ শঙ্খনাদ সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন। মহা ঘোর শব্দেতে কম্পিত ত্রিভুবন॥ গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন। সহদেব নকুল সাজিল সেইক্ষণ॥ দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি। জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি॥ ধৃষ্ট দ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়। শ্বেত শঙ্খ আর উত্তর বিরাট তনয়॥ শূরসেন নৃপ আর কাশী মহাবল। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল॥ অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল। ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল॥ জয়২ শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল। কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল॥ পূর্ব্বমুখ করি দাণ্ডা

ইল সেনাগণ। যুধিষ্ঠির মহারাজা হরষিত মন॥ দুঃসানেন ডাকিয়া বলিল দুর্য্যোধন। যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন সাজ২ বলে রাজা বিলম্ব না সহে। মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে। দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা। সাজ২ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর। ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্লশরীর॥ বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি। ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্রঅধিপতি॥ বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবলে। শতভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডলে॥ শ্বেতছত্র পতাকা শোভিত সারি২। শতভাই সহ সাজে কুরুঅধিকারী॥ ছত্রধরচলে ষাটিসহস্রেক ভূপতি। একৈক রাজার শসহস্রেক হাতী একৈকহাতিরসহ ঘোড়া শত২। শতেক ধানুকী একঘোড়া অনুগত॥ একৈক ধানুকী সাতে দশ২ ঢালী। চরণে নূপুর শব্দে কর্ণেলাগে তালী॥ গজবাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর। কুরুসৈন্য সাজ দেখি কম্পে তিনপুর॥ কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে যম॥ শঙ্খ ভেরী বাদ্যবাজে মহাকোলাহল। ঢাক ঢোল শব্দ যেন সমুদ্র কল্লোল॥ মহা আনন্দিত মন যত কুরুগণ। যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন॥ আচম্বিতে বায় বহে মহাশব্দ শুনি। গিরিতে চাপিয়া যেন চলিল মেদিনী॥ অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির। বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর॥ গর্দ্দভ প্রসবে গাবী কুক্কুর শৃগাল। ময়ূরে প্রসবে কাক ইন্দুরে বিড়াল॥ নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘনেঘন। যত অমঙ্গল হয় না যায় বর্ণন॥ ত্রিপদ দেখি যে পশু নহে চারি পাদ। পেচা দুইমস্তকে করয়ে ঘোর নাদ॥ দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর। মহাঘোর রণ শব্দ গগণ উপর॥ অন্য বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন। ক্ষণে২ পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন॥ বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল। ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল॥ শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি। নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি॥ কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন। আইলেন তথা সত্যবতীর

নন্দন ॥ দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল। চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥ ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়। কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥ যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্র পায়। অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥

ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়। কুরুকুল ক্ষয় হবে জানিহ নিশ্চয় ॥ কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে। দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥ পৃথিবীর যত ক্ষত্র একত্র হইল এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল ॥ ক্ষত্রবংশ ধ্বংস হেতু হৈল আয়োজন। বৃথা শোক কর কেন তুমি বিচক্ষণ ॥ পুত্র সব তোমার যতেক নৃপচয়। পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥ যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে। দিব্য চক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে ॥ প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে। পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥ তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে। এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥ ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন। রাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥ দিব্য চক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন। রাত্রি দিন তোমারে কহিবে বিবরণ ॥ ইহাতে শুনিবা যত যুদ্ধের কারণ। গৃহে বসি সর্ব্ব বার্ত্তা পাইবা রাজন ॥ যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়। দিবসেতে নক্ষত্রের হতেছে উদয় ॥ উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগণে বেষ্টিত। বিনা মেঘেবরিষয়ে সঘনে শোণিত ॥ অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সঘনে আকাশ। দিবসেতে ধূমকেতু হয়েছে প্রকাশ ॥ প্রতি স্রোতে বহে নদী শোণিত সহিতে। নির্ঘাত উল্কাপাত পড়ে পৃথিবীতে ॥ পর্ব্বত শিখর খসে সাগর উথলে। মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে ॥ এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন বংশনাশ হইবার এই সে কারণ ॥ এতেক বচন মুনি অন্ধেরে কহিয়া। নিজস্থানে গেলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥ ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন। সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন ॥ দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী। দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥ পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।

সেনাপতি রূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥ ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন। জিনিব পাণ্ডবগণে আনন্দিত মন ॥ তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে। অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥ অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার। শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥ এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে। ত্রাসিত জনেরে না মারিব কদাচনে ॥ শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন। তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥ রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি। গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥ সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিবা হীনে। আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্ব জনে ॥ ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খ ধ্বনি নানা বাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥ বাদ্য কোলাহলে সবে হরষিত মন। সৈন্য কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ ॥ একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে। ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে। মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি। মঘা নামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥ সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড। কুরুক্ষেত্রে রহিল যুড়িয়া পূর্ব্ব খণ্ড ॥ পাণ্ডব বাহিনী সব বিষ্ণুপরায়ণ। পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥ পশ্চিম মুখেতে রাজা কৌরব প্রধান। মহাবল পরাক্রম জগতে ব্যাখ্যান ॥ সর্ব্ব সৈন্য আগে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন। দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥ যুধিষ্ঠির ভূপতির বিস্ময় হইল। ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥ লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণেরে ধর্ম্মরাজ। ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥ যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়। তার সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥ দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে। কোন বীর যুঝিবেক তাহার সহিতে ॥ অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান। সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥ হেন জন হইলেন আমার সারথি। ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥ নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ। সর্ব্বত্র বিজয়কর্ত্তা যেই নারায়ণ ॥ হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ। নিশ্চয় হইবে জয় স্থিরকর মন

তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া। পদব্রজে চলিলেন রথ বিসর্জ্জিয়া ॥ পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্যমাঝ। দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতিসমাজ ॥ দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে মনে অসন্তোষ ॥ বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর। কোন বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥ পূর্ব্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্য ধন। বনবাস দুঃখ ভোগিলাম সর্ব্বজন সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল। নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল ॥ শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর। সত্ত্ব গুণ ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥ নিজ দল পর দল সকলি সমান। সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ ॥ মনেতে সুযুক্তি তাহা করিয়া বিচার। গমন করেন রাজা কর্ম্ম অনুসার ॥ মহারাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন। বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥ তুষ্ট হয়ে তিন জন আশীর্ব্বাদ করে। রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥ তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর। তুষ্ট হয়েতিন বীর দিল এই বর ॥ ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে। এ বাক্য অলংঘ্য সদা জানিবে সংসারে ॥ নিজপরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি। কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয় হইবে আপনি ॥ এই মাত্র ভরসা হইল মম চিতে। অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে ॥ পূর্ব্ব কথা নিবেদন চরণে তোমার। করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার ॥ কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল। দ্বাদশ বৎসর বনবাস আমা দিল ॥ সংবৎসর অজ্ঞাত বাসিনু মহাশয় এত ক্লেশ পেয়ে পুনঃ হইল উদয় ॥ রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন। পঞ্চ গ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ পণ ॥ সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে। অসম্ভব্য দেখি আমি ভাবিত অন্তরে ॥ মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে। দেবাসুর যাহার নামেতে সদা ডরে ॥ গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিন পুর সশস্ত্র থাকিলে যারে নারে দেবাসুর ॥ কৌরব পাণ্ডব সম তোমাসবাকার। পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার ॥ কোন বীর যুঝিবেক তোমাসবা সাতে। মম ভাগ্যে রাজ্য নাই জানি

লাম এতে।। কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল। অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল।। যুধিষ্ঠির বচনে হইয়া তুষ্ট মন। ধন্যবাদ পুর্ব্বক কহেন তিন জন।। সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার। তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার।। যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়। যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়।। ধর্ম্ম বলে রাজ্য ভোগ শাস্ত্রে হেন কয়। ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়।। শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আইসে সুরপতি। তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি।। যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ। কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত।। তথাহৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার। নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন। এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন।। শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়। কোন স্থানে কোন কালে নাহি তার ভয়।। শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ লয়ে। ধর্ম্ম আগে কহে বীর কৃতাঞ্জলি হয়ে।। নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম অধিকারী। শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি।। তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে। কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে।। যেন আমা পঞ্চ জনে স্নেহ কর হরি। ততোধিক যুযুৎসুরে রাখ দয়া করি।। শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন। সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ।। যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাত। বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ।। রথেহৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল। ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ। যুযুৎসুকে লয়ে গেল নিজ সৈন্যমাঝ।। লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে। ইহার বিচার কেন না কর আপনে।। শুনি ভীষ্ম রাজারে কহিল বিবরণ। আমা বন্দিবারে আইল ধর্ম্মের নন্দন।। ধর্ম্ম ডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্য মধ্যে দিল। প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ পশিল।। তাহার কারণ শোচ না কর রাজন। সাবধান হও রাজা উপস্থিত রণ।। মম পরাক্রম রাজা জান ভাল মতে। সুরাসুর আইসে যদি সমর করিতে।। আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব

হরির প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারীতনয়। পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥ এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে। এক রথে এইসৈন্য পারে জিনিবারে ॥ ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন। একদিনে দুই সৈন্য করি নিপাতন ॥ দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ। তিন দিনে দুই দল করেন সমাধান ॥ কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর। পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর ॥ দ্রোণ পুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন। তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন ॥ যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার। না লাগে নিমেষ করে সবার সংহার ॥ শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল। পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল ॥ এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়। কি প্রকারে হইবেক তাহার বিজয় ॥ মহাভারতের কথা অমৃক সমান। কাশীরাম দাসকহে শুনে পুণ্যবান

অথ ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা এবং অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন শুন কৌরব ঈশ্বর। দশ দিন ভার মম হইল সমর ॥ নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যকে নাশিব। রথি দশ সহস্রকে সংগ্রামে মারিব ॥ অর্জুন সহিত যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ। রথি দশ সহস্রেক করিব নিপাত ॥ শুনি দুর্য্যোধন হয়ে হরষিত মন। নিজ২ রথে সৈন্য করে আরোহণ ॥ দুইদলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ। ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় বাদ ॥ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি। দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি ॥ দেবদত্ত শঙ্খ বাজায়েন ধনঞ্জয়। পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজায়েন ভীম মহাশয় ॥ ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয়। মণিপুষ্প সহদেব নিনাদ করয় ॥ বাজায় সুঘোষশঙ্খ নকুল প্রচণ্ড। শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ডভণ্ড ॥ দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল। দশ দিক যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল ॥ ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয়। নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহা

শয়॥ দুইদল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক। যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক॥ কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম। কাহের যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥ দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি। একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥ সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল। ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥ বন্ধু সব দেখিয়া বিষণ্ন হৈল মন। পার্থের অবশ অঙ্গ মলিন বদন॥ শরীরে রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনেঘন। হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥ সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়। নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥ দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল। ইহা সবা মারি রণে নাহি কোনফল॥ বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ। গুরু বন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ॥ রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার। কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার গোত্র বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়। রাজ্যলোভে কোন হেতু পাপের সঞ্চয়॥ রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব। জ্ঞাতি নাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥ এত বলি অর্জুন ত্যজিয়া ধনু শর। বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥ কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন। কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥ অহঙ্কার করিয়া আইথা যুদ্ধস্থান। সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ জ্ঞাতিবধ পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়। কৌবর কহিবে পার্থ হইল সময়॥ কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি। সবারে সংহারি আমি আমি সব করি॥ কর্ম্ম অনুসারে লোক করে গতাগত। যাহার যেমত কর্ম্ম পায় সেই পথ॥ যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান। তেমত জানিহ তুমি সকল সমান॥ জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব্যবস্ত্র পরে। তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥ শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ। শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥ যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে। সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে। সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ। নদীমধ্যে সুরনদী আমি জান তথ্য॥ ঋষি মধ্যে আমি যে নারদ মহাশয়। মুনিমধ্যে কপিল আমার বর্ণ

হয়॥ গজ মধ্যে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা। নরমধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥ দেবমধ্যে দেবরাজ রুদ্রেতে কপালী। গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলী॥ নাগেতে অনন্ত নাগ আমারে জানিবা। গ্রহমধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা॥ তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভুতি। পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি॥ বর্ণ মধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতেতে হিমালয়। ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥ পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময় আপনার কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয়॥ কর্ম্মফলে যাতায়াত করে সর্ব্বজন। যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সে তেমন॥ কৃষ্ণার্জুনে যোগ কথা অনেক হইল। বাহুল্য কারণ সব নাহি লিখা গেল নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে। না হইল প্রবোধ তথাপি তাঁর মনে॥ তবে কৃষ্ণ কাহলেন শুন ধনঞ্জয়। মৃত সব সৈন্য এই জানহ নিশ্চয়॥ সব্যসাচি হও হে নিমিত্তমাত্র তুমি সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥ অর্জ্জুনে বলেন প্রভু তবে সত্যজানি। আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥ শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্য চক্ষু অর্জ্জুনেরে। অর্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥ মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ। রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥ মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত। আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥ ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়। নাভি সিন্ধুসম তার পৃষ্ঠে বসুময়॥ দশ দিক জংঘা তার পাতাল চরণ। শৈলগণ তার অস্থি রোম তরুগণ মাংসরূপ ধরণি দেখেন ধনঞ্জয়। দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময়॥ করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার। তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥ সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়। লজ্জা ভয় বিস্ময় হইল অতিশয়॥ স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া। আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া॥ ত্রিদশের নাথ যিনি ব্যাপার সংসার। না পারি চিনিতে তারে আমি পাপাচার॥ ব্রহ্মা আদি দেব যার না পাইল সীমা। আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা॥ কহেন গোবিন্দ তারে করিয়া সা-

স্তবন। প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥ চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সথারূপ দেখি। নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী॥ প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন। ধনুর্ব্বাণ লইয়া বৈসেন সেইক্ষণ তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে। ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে॥ এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে। উপেক্ষিল তোমারে এ ক্ষত্র ধর্ম্ম নহে॥ পাণ্ডবের দলে আইস বুঝি নিজ হিত। পাণ্ডবে অবশ্য তোমা করিবে পূজিত॥ কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন। দুর্য্যোধন কার্য্যে আমি করি প্রাণপণ॥ গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন। দুর্য্যো ধনে না ছাড়িব আমি কদাচন॥ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ॥

অথ প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়। সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥ দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি। আগু হই লেক যত রথি নৃপমণি॥ অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ ভীষ্মের সহিত তুমি কর আজি রণ॥ তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন। অর্জ্জুন সম্মুখে আইল করিবারে রণ॥ পিতা মহে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়। কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হউক জয়॥ রণসজ্জা ভূষিত দেখিয়া ভীষ্ম বীরে। বিজয় বিনয় তারে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥ কোন হেতু যুদ্ধ সর্জ্জা দেখি মহাশয় তোমার সমান কুরু পাণ্ডুরতনয়॥ দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে গেল মন। তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥ ভীষ্ম বলি লেন পার্থ কহিলা প্রমাণ। ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন। সারথি হইলা প্রভু ভ ক্তের কারণ॥ সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তীপুত্র জন্মাইল। ত্রিদশ ঈশ্বর যার সারথি হইল॥ এতেক বলিয়া ভীষ্ম লয়ে ধনুঃশর। দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর॥ গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়। গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয়॥ পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান। সেই অস্ত্র কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান॥

দুই জনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়। দোঁহে অস্ত্র নিবারেণ সমরে দুর্জ্জয়॥ ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন। দোহে মহাবীর্য্যবন্ত মহাপরাক্রম॥ সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্ম করে রণ। সোসদত্ত সহ যুঝে বিরাট নন্দন॥ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ অতি ঘোরতর। কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥ ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন। বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥ শশি বিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়। অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥ অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ। দোহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম॥ সহদেব দুর্ম্মুখে হইল বড় রণ। আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥ দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ। বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥ লজ্জা পায়ে দুঃশাসন নকুলের রণে। ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখে সর্ব্বজনে। মদ্ররাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির। দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান। শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান॥ শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান। ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান॥ ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে। থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥ অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র অধিকারী। দোহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি॥ ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণ বীর। ধনুক কাটিয়া তার ভেদিল শরীর আর ধনু লয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ। দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন॥ সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে। অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥ এককালে ধৃষ্টকেতু নব বাণ মারে। কবচ ভেদিয়া তার বিন্ধিল শরীরে॥ দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাজিল তুমুল। দেব দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল॥ ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল। দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল নব বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে। মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে॥ অস্ত্রাঘাতে দোহা অঙ্গ বহিল রুধির। করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর॥ ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে। দুই জনে অস্ত্র বৃষ্টি করে নিরন্তরে॥

সিন্ধুরাজা সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি। শতানুষ সহ যুঝে বিরাট সন্ততি॥ সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব সুত। দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥ রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি। সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্ম নীতি॥ আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী। যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥ পরিঘ পট্টিস গদা ত্রিশূল তোমর। মুদ্গার মুসল শেল বর্ষে নিরন্তর॥ দুই দলে নানা অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। অস্ত্রে অন্ধকার কেহ না দেখে কাহাকে॥ মণিমন্ত সর্পে যেন আকাশেতে ধায় উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥ কনক রচিত নাগ আকাশে ভরিল। যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আবরিল॥ অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ। পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন কর্দ্দম হইল রক্তে নদী স্রোত বয়। সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥ তবে অভিমন্যু বীর অর্জ্জুন নন্দন। সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে চঞ্চল হইল সব কৌরব সৈন্যেতে॥ দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু সেনাপতি। কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥ চোখ শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর। বাণাঘাতে পাণ্ডু সৈন্য করিল অস্থির॥ অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর। ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥ শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে। তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে॥ নয় বাণে বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে। এক বাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীরে॥ পঞ্চ গোটা বাণ বিবিংশতিরে মারিল। এক বাণে দুর্ম্মুখের কবচ ভেদিল॥ রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণ শর। অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর॥ কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর। জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর॥ নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড ধীর॥ শরবৃষ্টি নিবারিয়া করে সিংহ নাদ। দেখি সব রথিগণ পাইল বিষাদ॥ ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে। নিবারয়ে ভীষ্ম বীর হাতে ধনুঃশরে॥ কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজ ভূমিতে পাড়িল। সৈন্য মধ্যে দেবগণ

প্রশংসিল।। ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল। অভিমন্যুর রথধ্বজ সারথি কাটিল।। দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়। বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুন তনয়।। তবে মহারথি সব লয়ে অস্ত্রগণ। অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন।। ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ। নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল। পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল।। ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির। দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর।। যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল। ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হইল।। ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন। বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ।। হেন মতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল। বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল।। অতিক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন। পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ।। তিন লোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর। দশদিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর।। দেখি হইলেন ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ। অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন।। নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়। নহেসব সৈন্যগণ মজিল নিশ্চয়।। শুনিপার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান। অর্দ্ধপথে কাটি করিলেন খান খান।। আকাশেতে প্রশংসা করিল দেবগণ। সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।। তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান। বাণে নিবারিল তাহা শান্তনু সন্তান।। দুই জন দিব্য শিক্ষা মহা পরাক্রম। কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম।। দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায়। না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয়।। হেনকালে ভীম মহা বিক্রম করিল। অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল।। তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন। ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।। বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর। প্রলয় হইল যুদ্ধ মহা ভয়ঙ্কর।। ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি। চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি এই অবসর পায়ে গঙ্গার কুমার। রথি দশসহস্রকে করিল সং-

হার ॥ রথি মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল। প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥ কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়। রণবেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ॥ ভীষ্ম পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর। দশসহস্র মহারথি নিল যমঘর ॥ না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায়। রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥ ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন। বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ ॥ মহা পরাক্রম বীর দুর্জ্জয় সংসারে। দেবাসুর যাহার নামেতে কাঁপে ডরে ॥ হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ। কি রূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥

শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা চিন্তা নাহি মনে। কালি সেনাপতি কর বিরাট নন্দনে ॥ অর্জ্জুন করিবে কুরু সৈন্যের সংহার শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥ শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন। ইহাতে বিস্ময় না করিহ কদাচন ॥ এতেক বলিয়া হরি বুঝাইয়া তাঁরে। লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে ॥ কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে। কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥ শুনিয়া বিরাট বড় মোদিত হইল। কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল ॥ মম পূর্ব্বজন্ম ভাগ্য না যায় কথন হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥ তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে। আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে ॥ করযোড় করি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর। এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥ অনুগ্রহে আমারে করিলা সেনাপতি। ভীষ্ম সহ যুঝে হেন নাহিক সারথি ॥ সারথি অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন। ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ ॥ তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর। আপনি সারথি হও শুন বীরবর ॥ শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার। প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার ॥ দুইদলে বাদ্য বাজে মহা কোলাহল। প্রলয় কালেতে যেন

সমুদ্র কল্লোল ॥ দুই দলে মিশামিশি হইল মহারণ। কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥ শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন। সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন ॥ সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি। ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি ॥ আগে হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে। সন্ধান পুরিল বাণ ভীষ্মের উপরে ॥ আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ। অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান ॥ যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্ম বীর। জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর ॥ বাণাঘাতে বিরাট নন্দন মূর্চ্ছা গেল। সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল ॥ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নেতে হইল ঘোর রণ। চমকিত হইয়া নিরীখে সর্ব্বজন ॥ ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার। মারিয়া কৌরব সৈন্য করিল সংহার ॥ রথ গজ পদাতি পড়িল সারি২। যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি মহাকোলাহল হৈল কৌরবের দলে। প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ পলায় সকলে ॥ দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য লৈয়া। অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া ॥ বাণ বরিষণ করে অর্জ্জুন উপর বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥ এককালে সহস্র সহস্র বীরগণ। মুষল মুদ্গার শেল বর্ষে জনেজন ॥ দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে। নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেণ সুখে ॥ কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন। নিজ অস্ত্রে সবারে করিলেন ঘাতন ॥ অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া। পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া ॥ ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার। সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার ॥ পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির। সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর ॥ অর্জ্জুন সম্মুখে আইল ধনু অস্ত্র ধরি। কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥ অসাক্ষাতে আমার মারিলা বহুসেনা। সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপনা ॥ এত বলি দিব্য অস্ত্র পুরিল সন্ধান। অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার

নন্দন। যেন জলধর ঘন করে বরিষণ ॥ অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেণ অর্জ্জুন প্রচণ্ড। বহু সৈন্য মারিয়া করেন খণ্ড২ ॥ হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ। না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস ॥ ভীমসেন মহাবীর অতুলপ্রতাপ। মারিয়া কৌরব সৈন্যকরে একচাপ ॥ ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর ॥ অতুল প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম। সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম ॥ অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ। দোঁহে দোঁহা মারে অস্ত্র করি প্রাণপণ ॥ শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর বীরবর। একবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর ॥ কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়। তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট তনয় ॥ বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র অধিপতি। সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি ॥ রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর। মুষলের ঘায়ে তারে নিল যমঘর ॥ পড়িল উত্তর বীর বিরাট নন্দন। হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ ॥ পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি। শল্যের সম্মুখেতে আইল শীঘ্রগতি ॥ মুখামুখি দুইজন সমর হইল। দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল ॥ দোঁহাকারে বিন্ধে দোঁহে করি প্রাণ পণ। উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম ॥ ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুদ্ধে নাহি ওর। রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর ॥ কৃপ পঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন। দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥ দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারণ করে। দোঁহে সমশর কেহ পরাজিতে নারে ॥ হেনমতে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়। লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয় ॥ রুষিলেক শঙ্খ বীর সবার সাক্ষাত। কৌরবের বহুসেনা করিল নিপাত ॥ হইল কৌরব সৈন্যে মহাকোলাহল। দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল ॥ শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন। এত অহঙ্কার তোর বিরাট নন্দন ॥ নিঃসহায় পায়ে সৈন্য মারিলা অনেক সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা প্রত্যেক ॥ এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান। একবারে প্রহারিল দশগোটা বাণ ॥ মহা-

বেগে আইসে শর গগণ উপর। দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥ বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল। দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥ অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন। শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর। দ্রোণ রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চশর॥ আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান। দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান॥ চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল। গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥ রথের সারথি কাটে আর চারি হয়। আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥ শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ। পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥ লজ্জাপায়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন। ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন শিশু হয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার॥ এইবাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার॥ এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি। দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥ মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্মঅস্ত্র নিল। আকর্ণ পুরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥ তেজোময় অগ্নি অস্ত্র পরশে আকাশ। দেখি সব দেবগণ পাইল তরাস যত যোদ্ধাগণ দেখি করে হাহাকার। সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাট কুমার॥ এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি। অর্জ্জুন নিকটে যাই এই হয় যুক্তি॥ সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর। ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥ সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইবে নিধন। সুরলোক প্রাপ্ত হবে না হয় খণ্ডন॥ মহাতেজে আইসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়। দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পাইল ভয়॥ শঙ্খেরে বলিল বাক্য লংঘন না কর। পতঙ্গের প্রায় কেন মিছা জ্বলি মর॥ রথ লয়ে যাই চল অর্জ্জুন সাক্ষাতে। তবে সে পাইবা রক্ষ এ মহা উৎপাতে॥ মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট তনয়। কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥ সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ। অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥ এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল। ব্রহ্ম অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পুরিল॥ ব্রহ্মঅস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হয়ে

গেল। দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥ বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ। শিশুর উপরে ব্রহ্মঅস্ত্রের ক্ষেপণ॥ যেমন প্রলয় কালে আদিত্য প্রকাশে। তাদৃশ অস্ত্রের তেজ গর্জ্জিয়া আইসে॥ দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল। লাফ দিয়া শঙ্খ বীর ভূমিতে পড়িল॥ বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনু শর। ব্রহ্মঅস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥ শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আইল। দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল॥ অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর। দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর॥ অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায় তিল আধ অবসরকদাচ না পায়॥ ব্রহ্মঅস্ত্র তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল। ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতেপড়িল॥ এইঅবসরে বীর শান্তনু নন্দন। দশ সহস্র রথী নিল শমন সদন॥ জয় শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হইল সমাধান॥ কৌরব পাণ্ডব দলে যত যোদ্ধা বীর। সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ তৃতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ। স্নান দান করিয়া বৈসেন সভামাঝ॥ সান্তনা করেন বহু বিরাট রাজনে। স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে॥ শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন। জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥ বিরাট বলিল মোর পূর্ব্ব পুণ্য ছিল। তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥ সম্মুখ সংগ্রামেতে তুষিয়া বীরগণে। সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে॥ তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড় হাত। সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥ দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে রথি দশ সহস্র মারিল ঘোর রণে॥ প্রাণ পণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়। কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥ অর্জুন বলেন রাজা না করিহ ভয়। পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥ কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে। দুর্ব্বাসারে

পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥ তার সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আইল। নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥ হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়। ব্যাকুলা দ্রুপদসুতা স্মরে যদুরায়॥ দ্বারকায় আছিলেন প্রভু নারায়ণ। দ্রৌপদী স্মরণ করে জানিয়া কারণ॥ ব্যস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে। কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডব রাখিতে॥ ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন। দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব জনার্দ্দন॥ দশ দণ্ডরাত্রি পরে করিনু ভোজন। তার পর আইল দুর্ব্বাসা তপোধন॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কিছু নাহি ঘরে। কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমারে॥ আমাসবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল। নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কূল॥ শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী। ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥ তবে কৃষ্ণা পাকস্থলী মধ্যে নিরীক্ষিয়া। কণামাত্র পায়ে শাক আইল লইয়া॥ পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী। খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥ তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার। তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥ সন্ধ্যাহেতু গিয়াছিল মহা তপোধন। উদর পূরিয়া উঠে উদ্গার তখন॥ ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে। এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥ সেই হরি এখনহ আমার সারথি। অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥ অর্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া। বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণ লয়্যা॥ পর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল। নানা বাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥ করিল গরুড়ব্যূহ রাজা কুরুবর। অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥ দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল। দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর। বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥ ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত। পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥ পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত। বিন্দু অনুবিন্দু বহু বীর সমুদিত॥ বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়। মগধকলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥ পক্ষদেশে রক্ষে

বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর। গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর॥ প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি। অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর। তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥ নীলনামে মহারাজা ধৃষ্টকেতু সনে। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী রহিল অনুক্রমে॥ মধ্যেযুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত। অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমুদিত॥ সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়। গোবিন্দ সারথি যার সমরে দুর্জ্জয়॥ পরস্পর দুইদলে হৈল হানাহানি। সৈন্য কোলাহলে কর্ণে কিছুই নাই শুনি॥ রথেরথে গজেগজে অশ্বে অশ্ববর। পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥ নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল। অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভুষণ্ডি ভিন্দিপাল। নানা বাণ বরিষয় সমরে দুর্জ্জয়। শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখি লাগে ভয়॥ অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগণে। বিনা মেঘে বিদ্যুৎ দেখি যে বিদ্যমানে॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ। ক্রোধে যত সেনাপতি যেমত সুপর্ণ॥ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল। তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল॥ ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥ শর বর্ষে গগণে হইল অন্ধকার। যত মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার॥ ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেন ধনঞ্জয়। হস্তিযূথ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয়॥ গাণ্ডীব কার্ম্মুক হাতে গোবিন্দসারথি। দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি॥ সহস্র সহস্র বাণ চারি দিকে মারে। যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে॥ পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল। অর্জুনেরে বেড়িয়া মারিল কুরুবল॥ গগণেতেবৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর। সেইমতে অস্ত্র বৃষ্টি অর্জুন উপর॥ শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেণ বাণ। আকাশে অমরগণ করেন ব্যাখ্যান॥ সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান। সবাকারে মারেন শোণিত নিজবাণ॥ অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিন লোকে। কাহারো না হয় শক্তি আইসে সম্মুখে॥ তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন। মারিলেন যত সৈন্য কে করে গণন॥ অর্জুন

সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়। সম্মুখে যাহারে পান লন যম লয়॥ অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড। কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড॥ রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়। অনেক কৌরব সৈন্য করিলেক ক্ষয়॥ তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল। তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল॥ মারিলা অনেক সৈন্য রণের ভিতর। পড়িলে আমার হাতে যাবে যম ঘর॥ এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ। সাত্যকির রথকাটি করে খান খান। বিরথী হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে। অভিমন্যু রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে॥ দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল। যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহুদল॥ মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি। প্রাণপণে দোহে যুঝে নাহিক বিরতি॥ দোঁহার উপরে দোহে অস্ত্রক্ষেপ করে। দোঁহে নিবারয়ে তাহা কেহ কারে নারে॥ দিব্য রথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন। ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিল রণ॥ হাসে বীর বৃকোদর হাতে করি শর। আকর্ণ পুরিয়া মারে রাজার উপর॥ দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে। পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে॥ অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল। দুর্য্যোধন বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল॥ আকর্ণ পুরিয়া বাণ পুরিল সন্ধান রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান॥ মূচ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি। সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী॥ কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস। নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ॥ কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন। সৈন্যগণে আসিয়া বলেন সেইক্ষণ॥ যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী। তার প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি॥ তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানি। দ্রোণগুরু মহাবীর জগতে বাখানি॥ তোমাসবা বিদ্যমানে সৈন্য দিলভঙ্গ। পাণ্ডবে পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ॥ পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ। অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ॥ কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহামতি। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি॥ তোমারে দিলাম বহু হিত উপ-

দেশ। না শুনিলা কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ॥ ইন্দ্রসহ দেব
গণ যদি আইসে রণে। তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব। প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি
পাণ্ডব॥ রাজা হয়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে। বৃদ্ধ জানি
মোরে অনুযোগ কর ছলে॥ এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ
করে। ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিলকরে॥ শঙ্খধ্বনি করি বীর
সমরে পশিল। কালান্তক যম যেন সাক্ষাত হইল॥ যুধিষ্ঠির
বাহিনী করিল ঘোররণ। সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল। বাণবৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে
আবরিল॥ সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন। নিজ অস্ত্রে সবা
কারে করিল ঘাতন॥ সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর। ভীষ্মের
বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির॥ বনে সিংহ দেখি যেন গজেন্দ্র
পলায়। পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায়॥ সৈন্যভঙ্গ দে-
খিয়া রুষিয়া ধনঞ্জয়। ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন দুর্জ্জয়॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর। নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে
অর্জুন উপর। রথ অশ্ব না দেখি সারথি ধনঞ্জয়। দশ দিক
যুড়িয়া করিল অস্ত্রময়॥ দেখি সব পাণ্ডু দল পলায় তরাসে
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥ দিব্য অস্ত্র দিয়া
তবে পার্থ মহামতি। পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ। ভীষ্মের কার্ম্মুক করি-
লেন খান খান॥ অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়। সেই ধনু
কাটিলেন পার্থ মহাশয়॥ ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু২ করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি॥ যেমন বরিষা কালে বরি
ষয় ঘনে। ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধমনে॥ প্রাণপণে
যুঝেন অর্জুন ধনুর্দ্ধর। নিবারিত না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শর বিন্ধে পার্থের হৃদয়। হীন বল হইলেন কুন্তী
র তনয়॥ বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ। হইলেন
তাহাতে কাতর ভগবান॥ হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস॥ হইলেন অর্জুন সমরেতে

কাতর। তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর॥ কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত। ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পুর্ণিত॥ বিন্ধেন সন্ধান পুরি ভীষ্মের শরীর॥ দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর। বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল। অন্ধ-কারময় দেখে দশ দিকপাল॥ নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে। চমৎকৃত হয়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে॥ তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার। ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার॥ বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া। রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥ সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড। দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ডভণ্ড॥ লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর। লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর॥ দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ। দশ দিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥ দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার। কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব। দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব॥ হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হৈল। বেলা অবসানে পার্থে ধর্ম্ম উপজিল॥ মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন। টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥ অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে। মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥ সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার। রথি দশ সহস্রেক নিল যষদ্বার॥ সিংহ নাদ ছাড়ি জয় শঙ্খ বাজাইল। শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবর্ত্ত হইল॥ তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ। পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥ নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর। বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর॥ শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ। যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলা যখন॥ সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ। জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥ শুনিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় হইল। নিজ দল বলে সবে শিবিরে চলিল॥ মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি॥ এভীষ্মপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন। কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

অথ চতুর্থদিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর। বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর॥ নানাকথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল। প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল॥ কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল। নানাবাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল॥ রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে যে যার লইয়া অস্ত্র করে মহারণ। বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥ সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ। একে একে সর্ব্ব জনে করয়ে ঘাতন॥ কাহার কাটিল রথ কার ধনুর্গুণ। কাহার ধনুক কাটে কার কাটে তূণ॥ কাহার কাটিয়া প্যড়ে দন্ত দুইপাটী। বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী॥ হস্ত পদ কাটিয়া পাড়িল কোন বীর। অস্ত্রাঘাতে কোন জন উভে হৈল চীর॥ কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল। দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল॥ মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর। ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর। ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান। বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ॥ অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর। চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর॥ বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল। ভগদত্ত সিংহ নাদ তখন করিল॥ ক্ষণেকে চৈতন্য পায়ে উঠে মহাবীর। ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয় শরীর॥ বাছিয়া বাছিয়া বাণ করয়ে সন্ধান। ভগদত্ত রাজার কাটিলা ধনুঃখান॥ কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল। নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল॥ অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে। তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে॥ ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজে। দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডবসমাজে॥ বেগেতে আইসে গজ মহী কাঁপে ভরে পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে॥ দেখি ভীম মর্ম্মভেদি মারিলেক শর। ভ্রুভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥ নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে। মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥ গজের বিক্রম ভগদত্ত বীর। সিংহনাদ ছাড়ে মহা

নির্ভয় শরীর।। পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বা-নন্দন। মহা-ক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ।। করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর। ঐরাবতে চড়ি আইল সংগ্রাম ভিতর।। আটগোটা হস্তি আর মহাভয়ঙ্কর। তাহে আরোহণ করি আট নিশাচর বজ্রহস্ত যেমন শোভিত দেবরাজ। লইয়া আইল সঙ্গে দেবের সমাজ।। মহাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন। দেখিয়া ত্রাসিত হইল সব কুরুগণ।। এককালে গজগণে টোয়াইয়া দিল। কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।। মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে। বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে।। গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর। ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির কৌরবেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ দল সব চরণে মর্দ্দিল।। ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর। ঘটোৎকচ গজ সহ বাধিল সমর।। শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি। নির্ঘাত চীৎকার শব্দে কর্ণে নাহি শুনি।। ঐরাবত সম পরাক্রম গজবর। দেখিয়া কম্পিত ভগদত্তের অন্তর।। ভগদত্ত গজরণে কাতর হইল। রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল।। অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন। কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমেরনন্দন সৈন্যের বিনাশ দেখি অলম্বুষ ধায়। দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়।। দারুণ রাক্ষসী মায়া করয়ে প্রকাশ। কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ।। পর্ব্বত উপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে অগ্নিরূপ হয়ে কভু সৈন্যেরে সংহারে।। হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার। প্রাণপণে দুই জনে করে মহামার।। বহুক্ষণ দুই দলে করে ঘোর রণ। কার শক্তি কেমন কে করিবে বর্ণন অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর। শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর।। সাত বাণ সন্ধান করিয়া কুন্তীসুত। দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত।। আরদুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ। আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন।। শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম বীর গুন চড়াইল। নানা বাণ বৃষ্টি পার্থ উপরে করিল।। কৃষ্ণের শরী-

রে বীর মারে দশ বাণ। হনূমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান।। বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর। ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর।। পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার। সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর।। অই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা। মারেন সহস্র রথি গজ অগণনা।। তবে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রগর। পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর।। মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর। এবে নিজ রথ রক্ষা করে দামোদর।। এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল। আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল।। কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি। বাণেতে ত্রিপদ পাছু করে মহামতি।। সাধুং বলি প্রশংসেন নারায়ণ। তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন।। মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল। মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল।। কি কারণে সাধু বাদ দিলা নারায়ণ। কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ।। হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি। ভীষ্ম রথ সারথি আর চারি অশ্ব গণি।। ইহাতে সহস্র পদ করিল চালন। কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ।। সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনূমান। রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান।। পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর।। ইহাতে ত্রিপদ পাছু করিল স্যন্দন। সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন।। বিস্ময় মানেন শুনি নন্দন কুন্তীর। রথি দশ সহস্র মারিল ভীষ্ম বীর।। জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল। আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল।। পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর। সৈন্য সহ আইলেন আপন শিবির।। লহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদরাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন। কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।। পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন। যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ।। শুনিয়া দ্রুপদরাজা বুঝায়ে ধর্ম্মেরে। পূর্ব্বকথা কেন রাজা না কর অন্তরে।। শৈশবে একত্র বাস ক-

রিতা যখন। বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন ॥ এ কারণ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া। সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥ দুষ্ট মন্ত্রি সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধর। তথা এক জতুগৃহ করিল রচন ॥ তোমা সবা রহিবারে দিল সে ভবন। বহু সৈন্যগণ সহ রাখে পুরোচন ॥ দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে। ব্যাধপত্নী এলো এক অন্নের কারণে ॥ তার সঙ্গে পঞ্চ পুত্র দেখি তার মাতা। জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা ॥ কি নাম ধরয়ে তব পুত্র পঞ্চ জন। কি নাম তোমার হেতা গতি কি কারণ ॥ ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি। পাণ্ডু ব্যাধপত্নী আমি কুন্তীনাম ধরি ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়। চতুর্থ নকুলনাম অর্জ্জুন তৃতীয় ॥ পঞ্চমের নাম সহদেব সে কোমল। আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল ॥ নিত্য কর্ম্ম মৃগয়া করেন মোর স্বামী। মাংস বেচি উদর ভরি যে সর্ব্ব প্রাণী ॥ স্বামী জাল লয়ে গেল মৃগয়া কারণ। না পাইল মৃগ বহু করি অন্বেষণ ॥ অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ এসে দুঃখমনে। হেন কালে এক মৃগী দেখিল নয়নে ॥ মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত। হেন কালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত ॥ এক দিকে অগ্নি দিল জাল আর দিগে। আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে ॥ আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে। ব্যাকুলা হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে ॥ চারি দিকে নিরখিয়া পথ না পাইল। কাতর হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদব নন্দন। এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ রক্ষণ ॥ তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি। তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি ॥ এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতর হইয়া। রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া ॥ শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় হৃদয়। মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ জল বরিষয় ॥ অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে। অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে ॥ ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্রাঘাত। চারি দিগে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ ॥ ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু। অন্ন

হেতু দেবি তব সদনে আইনু ॥ শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী। দয়া উপজিয়া তারে দিল অন্ন আনি ॥ উদর পুরিয়া অন্ন খায় ছয় জন। সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন ॥ দুর্য্যোধন আজ্ঞা তোমাসবা পোড়াবারে। রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥ প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে। সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলা রাজা রোষে ॥ সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন। বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন ॥ স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ ভিতর। স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর ॥ সেই পথে ছয় জন হইলে বাহির। গদা ছাড়ি আইলেন ভীম মহাবীর ॥ ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে। সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥ তবে ভীম অগ্নিপ্রতি বলিল বচন। আমার সমান দিব এক শত জন ॥ শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে। গদা লয়ে বাহির হইল ভীমসেনে দ্বারকা ছিলেন প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়। নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়ালু হৃদয় ॥ অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক দুহিতা। কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা ॥ শ্রীহরি কহেন ইহা বলিবার নয়। এ কথা প্রেয়সি নাহি জিজ্ঞাস আমায় ॥ সেই মহা অগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে লৈয়া। তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া ॥ মহাসঙ্কটেতে মৃগ পাইল উদ্ধার। এমত দয়ালু হরি সারথি তোমার ॥ ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়। অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥ এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে। রজনি বঞ্চিল হবে সানন্দ অন্তরে ॥ ভীষ্মপর্ব্ব কথা ব্যাসদেবের রচিত। কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

অথ পঞ্চম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

আর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল। সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুবল ॥ রচেন শৃঙ্গটনামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির। দুই শৃঙ্গে রহিল সাত্যকি ভীম বীর ॥ সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণ বেশ। কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ ॥ তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রী পুত্রসনে। অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্রমে ॥ দ্রৌপদীর পাঁচ

পুত্র রহে তার পাছে। ঘটোৎকচ মহাবীর রহে তার কাছে॥ প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল। বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥ নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ। পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥ যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে। বিদ্যুৎ চমকে যেন গগণ মণ্ডলে॥ শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন। যুগান্তের যম যেন করিছে তর্জ্জন॥ দেখিবার কার্য্য থাক কর্ণে নাহি শুনি। পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হানাহানি॥ অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর। দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীষ্ম বীরবর॥ বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে উন। হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥ যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড। শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥ কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ। কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড। কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড॥ কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ। ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥ সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর। ভীষ্মে মারিবারে যায় সক্রোধ অন্তর॥ গদা হস্তে ভীমসেন ধায় অতিবেগে। খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়। ভীষ্মের সারথি মারি নিল যমালয়॥ ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি। ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥ গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর। এক ঘায়ে রথ অশ্ব নিল যমঘর॥ লম্ফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে। অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥ নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি। ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥ অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সব বাণ। দেখি ক্রুদ্ধ হৈল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥ দেখা দেখি দুই জনে বাধে ঘোর রণ। চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ॥ ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার। যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥ যেন ইন্দ্র বজ্রহস্তে ভাঙ্গে গিরিবর। গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর॥ পর্ব্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে। তেমত কৌ-

রব গজ পৃথিবীতে পড়ে ॥ মাদ্রীপুত্র দুই জনে ভাঙ্গে পাটো য়ার। সহস্র সহস্র মারে রথ আসোয়ার ॥ সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর। পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর ॥ ধ্বজছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী। দুই দলে কোলাহল কিছু নাহি শুনি ॥ হেন কালে রণে আইল ইলাবন্ত নাম। অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান ॥ সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর। তাহাতে চড়িয়া আইল সংগ্রাম ভিতর ॥ যবে তীর্থ যাত্রায় গেলেন পার্থবীর। ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর ॥ অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল। সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল ॥ অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি। প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী ॥ তারগর্ভে জাত বীর ইলাবন্ত নাম। মহাপরাক্রম শালী যুদ্ধে যেন রাম ॥ ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর। ইলাবন্তে আনিলেন আপন গোচর ॥ অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন। পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন ॥ পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল। সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হইল ॥ সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ। সুবলের পুত্র গণ আইল তখন ॥ পর্শিয়া তোমর শেল মুষল মুদ্গার। ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর ॥ নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণ বৃষ্টি করে। একেং মারিয়া পাঠায় যমঘরে ॥ নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে। জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত শরে ॥ রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে। যে যায় সে যায় আর না আইসে ফিরে ॥ অনেক মরিল তবে কৌরবের গণ। সসৈন্যে সাজিয়া আইল দেখি দুর্য্যোধন ॥ দুর্য্যোধন নিজসৈন্যে করিল আদেশ। ইলাবন্ত বীরেরে মারহ সবিশেষ ॥ অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর। ইলাবন্ত বীরের করহ প্রতিকার ॥ সাবধান হয়ে তার করহ নিধন। তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোনজন ॥ অলম্বুষ ইলাবন্তে হইল মহারণ। অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুইজন দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ। দোঁহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে ঊন ॥ তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ। বাণে

অন্ধকার করে না চলে বাতাস ॥ দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহা বীর। রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির ॥ চোক২ বাণে পুনঃ পুরিয়া সন্ধান। অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ ॥ আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর। ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ॥ বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন তনয়। নিজ অস্ত্রে বিন্ধে বীর রাক্ষস হৃদয় ॥ বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল। সারথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল ॥ তবে সৈন্য সংহারয় ইলাবন্ত বীর। কৌরবের সেনাগণ সমরে অস্থির ॥ সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন। ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ ॥ যেইবেগে হৈল আগে রাজা দুর্য্যোধন। ইলাবন্ত তাহার কাটিল শরাসন ॥ রথধ্বজ কাটিল রথের চারি হয়। সারথির মাথাকাটি নিল যমালয় ॥ বিরথী হইয়া রাজা অতিশয় রোষে। অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে ॥ বাণে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর। বাণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ॥ রাজার সঙ্কট দেখি মত যোদ্ধাগণ। নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥ দেখিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর। কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ। কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ ॥ নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন। অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥ বাণাঘাতে কত বীর গেল যমলোক দেখি দুর্য্যোধনে বড উপজিল শোক ॥ কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার। পাণ্ডবের সেনামধ্যে আনন্দ অপার ॥ সিংহ নাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল। কৌরবের সৈন্যেতে রোদন কোলাহল ॥ দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ। ইলাবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥ কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া। দিব্য রথে চড়ি এলো সন্ধান পুরিয়া ॥ মুখামুখি দুইজনে পুন যুদ্ধ হয়। দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জর হৃদয় ॥ তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন। শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥ দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর। বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া করে চুর মায়া দুর গেলে করে অস্ত্রের ঘাতন। দোঁহে দোঁহা বিন্ধয়

করিয়া প্রাণপণ॥ দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস। ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস॥ তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ লয়ে ধায়। মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায়॥ খড়্গাঘাতে কম্প মান হইল রাক্ষস। ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস॥ দোঁহে দোঁহা পুনঃ২ করয়ে ঘাতন। অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন॥ রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর। ক্ষণে লম্ফ দিয়া আইসে সমর ভিতর॥ ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায় বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায়॥ তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে। ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে একলাফে॥ সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার। দারুণ রাক্ষস তাহে নহিল সংহার॥ লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ লয়ে করে। খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত শিরে॥ দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল। অলম্বুষ রাক্ষস হাসিল খল খল॥ খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির। ভূমিতলে পড়ে ইলাবন্ত মহাবীর॥ ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল। ক্রুদ্ধ হয়ে আইল ঘটোৎকচ মহাবল॥ সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়। অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় অস্ত্র বরিষয় সবে অতি ক্রোধ মনে। ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে॥ দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর। পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥ মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান॥ গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর। দণ্ড হস্তে যম যেন প্রবেশে সমর॥ তাহা দেখি দ্রোণগুরু সমরে দুর্জ্জয়। ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয়॥ বৃক্ষ যেন বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে। তাদৃশ সম্বরে অস্ত্র বীর বৃকোদরে॥ পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যেন মহাকুতূহলে। গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে॥ ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির। ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর॥ পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধ মন। অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ॥ সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার। অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার॥ অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর। শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে

বৈশ্বানর ॥ রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার। দেখি বারু- ণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার॥ মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ। অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ। পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে। রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে॥ অর্জ্জুন মা রেন বাণ পবন সঞ্চার। জল উড়াইয়া সব করেন সংহার॥ প- বন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে। যেমন প্রলয়কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে॥ হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর। তোমার যতেক শক্তি করহ সমর। নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ॥ এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর। লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগণ উপর॥ নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার। গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার॥ শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার। ধরিয়া সকল ফণি করিলা আহার॥ শত২ শিখী উড়ে গগণ উপর। দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর॥ ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আপ্তপর। নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর॥ মহাঅন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়। দেখিয়া ভাস্করাস্ত্র এড়েন ধনঞ্জয়॥ সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার। উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল। ধনুক টঙ্কারি আটবাণ নিক্ষেপিল এমতি সে আটবাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল। অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জ র হইল॥ সাত বাণ মারে আর ধ্বজার উপরে। আশী বাণে বিন্ধিলেক প্রভু গদাধরে॥ আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে। কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকাতে॥ তবে হরি অশ্ব- গণে করেন প্রহার। বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার॥ দেখি য়া অর্জ্জুন ক্রোধী হয়ে অতিশয়। পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মে র হৃদয়॥ চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার। সারথির মাথা কাটিলেন যমদ্বার॥ এক বাণে ধ্বজ তার কাটেন অর্জ্জুন করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ॥ কৃষ্ণ প্রতিবলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি। নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি॥ এত বলি অস্ত্র বরিষয় বীরবর। কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥

বাণ কাটি অর্জ্জুন করেন খান খান। ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান॥ এইরূপে দুই জন নিবারয়ে বাণ। মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান॥ পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে। লক্ষ২ গিরিবর যাহাতে সঞ্চরে॥ মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন। দেখি সব দেবগণ হৈল ভীত মন॥ লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ। শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥ ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার। দেখি সব সৈন্যগণে করে হাহাকার॥ সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল। মহাশব্দ করি আইলে যত কুলাচল॥ পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল। শূন্য পথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥ সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর। তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর॥ বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর। এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির॥ দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার। গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া ছাড়েন বজ্রবাণ। যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥ রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল। দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥ যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ। সমরেতে আইল সমস্ত যোদ্ধাগণ॥ সাধু২ বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল। সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল॥ বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর। কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে সোসর॥ চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম। দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম॥ দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর। সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর॥ সংহারি অযুত রথি শঙ্খ বাজাইল দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল॥ সন্ধ্যা জানি সর্ব্ব জন নিবর্ত্তিল রণে। দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে॥ মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভব বারি॥

অথ কর্ণ ও দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা।

ত্রিপদী। দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির, বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ। মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,

আনাইল সূর্য্যের নন্দন॥ বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিন জনে, রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন। কহে রাজা কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর, মম দুঃখ করি নিবেদন॥ পাণ্ডবে জিনিবে রণে, হেন আশা করি মনে, যুদ্ধ হেতু করিব উপায়। তিন লোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি, বাখানেয় ভীষ্ম মহাশয়॥ সেনাপতি করি তারে, ভাসি সুখ সরোবরে, সমরে জিনিব বৈরিগণে। মনে হেন করি সাদ, বিধি তাহে দেয় বাদ হীন বল হৈল দিনে২॥ দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত, আর যত মহারাজগণ। পাণ্ডবেরে স্নেহে করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি, সবে মেলি উপেক্ষিল রণ॥ পড়ে রণে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন, আর কেহ না করে উদ্দেশ। দেখিয়া এসব রীত, ভয় হৈল উপস্থিত, কি করিব কহ সবিশেষ॥ তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে, আর কেবা সংগ্রাম করিবে। নিবেদিনু বরাবরে,ভাল যুক্তি দেহ মোরে, কি উপায়ে পাণ্ডব মারিবে॥ বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর, সুযুক্তি বিচারে এই হয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য, তবে সে পাইবা রাজ্য, করিবা পাণ্ডব পরাজয়॥ গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ নাহি ছাড়ে পাণ্ডবের আশ। একেত পাণ্ডব ভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত, সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস॥ রণ দেখুক ভীষ্ম বৃদ্ধ করি আমি কার্য্যসিদ্ধ, পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার। পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ, এই সে মন্ত্রণা কর সার॥ কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিত হেন মনে গণি, রাজা গেল ভীষ্মের শিবির। নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কায, শুন ভীষ্ম পিতামহ বীর॥ স্বীকার করিলা পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে এবে উপেক্ষিয়া কর রণ। আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিগে শত্রু হাসে, আজ্ঞা কর করি কি এখন॥ সেনাপতি কর্ণে কর মারুক পাণ্ডব বর, উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে। করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার, পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে॥ দুর্য্যোধন বাক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি হেন জ্বলে, চক্ষ পাকলিয়া উঠে

রোষে। পূর্ব্বেতে বলিলাম তোকে,শুনিলেক সর্ব্ব লোকে হিত না শুনিলা কর্ম্মদোষে॥ আমারে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য, কহ কর্ণ কি করিতে পারে। যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে, কর্ণ বীর কি করিল তারে॥ উত্তর গোগৃহ রণে, সাজি গেলা সৈন্যগণে, গোধন বেড়িয়া গিয়া সবে। একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়, কর্ণ বীর কি করিল তবে॥ ধর্ম্মবন্ত পঞ্চ জন, মহাবল পরাক্রম, দেবগণ প্রশংসয়ে যারে। এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে, কহিতে অনেক জন পারে॥ ইন্দ্রেরে জিনিয়া রণে, দহিল খাণ্ডব বনে, অগ্নিতে তর্পিল একেশ্বরে। নিবাত কবচ জিনে, কালকেয় আদি হানে, অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥ একেত দুর্ব্বার রণে, তাহে সখা রাজগণে,সমুহ পঞ্চালগণ সাথে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন, সারথি হইলেন তিনি রথে॥ পূর্ব্ব কথা কহি শুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি। যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরাণ রঙ্গে, মহা আনন্দিত ব্রজপুরী॥ যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভণ, সুরপতি পূজার কারণ। তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেই সব আয়োজন, পর্ব্বতে করেন নিবেদন॥ শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, দেবগণ লয়ে সাথ, হস্তি সহ যত মেঘগণ। অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি, করিল মজিল সৃষ্টি, ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন॥ যত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি, শ্রীকৃষ্ণের শরণ পশিল। তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন বাসবের কোপ উপজিল॥ দিবা নিশি নাহি জ্ঞান ত্রিভুবন কম্পমান, বজ্রাঘাত সতত হইল। সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে, না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল॥ সুরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ, গোকুলের ঘুচিল উৎপাত। এবে সেই নারায়ণ,পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,রক্ষা করেন যেন পুত্রেতাত॥ কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাৎ নারায়ণ। যদি না রাখেন হরি, নিমিষে বধিতে পারি, সসৈন্যে পাণ্ডব পঞ্চজন॥ কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চা-

রিবে, যাহা কেহ নিবারিতে নারে। ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি, চলি গেল আপন শিবিরে॥ ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা, শ্রুতমাত্র পাপের বিনাশ। কমলা কান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত, বিরচিল কাশীরাম দাস॥

অথ ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধারম্ভঃ।

আর দিন প্রভাতে সাজিল দুই দল। নানা বাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল॥ নানা বর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে। সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে॥ মহারথি রথিগণ ধনুঃশর হাতে। সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্ভিতে॥ রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥ মুষল মুদ্গার শেল ভুষণ্ডী তোমর। নানা অস্ত্র মারে যেন বর্ষে জলধর॥ গদা হাতে কোন বীর অতিবেগে ধায়। গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায়॥ সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন। অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ॥ রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে। শত শত বীরগণে নিল যমঘরে॥ শত শত হস্তি মারে পদাতি বহুল। যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল॥ সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল। একবারে ত্রিশ শর সন্ধান পুরিল॥ সন্ধান পুরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ। খড়্গে কাটি সহদেব করে খান খান॥ অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি। সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি॥ পুনঃ পুনঃ যত অস্ত্র মারিছে শকুনি। শীঘ্র হস্তে সহদেব খড়্গে ফেলে হানি॥ মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ লয়ে হাতে। অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভুমিতে॥ অশ্ব সহ সারথি সমরে গেল কাটি। পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট॥ শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর। নিজ রথে চড়ি বীর নিল ধনুঃশর॥ জয়দ্রথ নকুলে বাধিল ঘোর রণ। নানা অস্ত্র দুই জন করে বরিষণ॥ দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে। পরাজয় কার নাহি হইল সমরে॥ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর। সর্ব্ব

লোক দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥ আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর। ততোধিক দুই জন বরিষয় শর॥ সহস্র২ সেনা পড়য়ে সমরে। দ্রোণাচার্য্য দেখিয়া রুষিলেন অন্তরে ॥ মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয় শর। লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে নিল যমঘর ॥ তাহা দেখি রোষে বীর অর্জ্জুন-নন্দন। দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়। কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন-তনয়॥ একবারে শত শর সন্ধান করিল। দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥ ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ। দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥ আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে। সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥ পুনঃ২ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয় বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন তনয় ॥ পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল। দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে। সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যম পথে ॥ সহস্র২ রথী গজ অগণন। মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥ কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু। কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু ॥ ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে অস্ত্র বরিষণ। শরে শর নিবারয়ে অর্জ্জুন নন্দন॥ দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ। দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥ পরস্পর যুদ্ধ করে কত যোদ্ধাগণ। পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥ মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডী তোমর। চক্র শূল শক্তি জাঠা বর্ষে নিরন্তর॥ শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন জল বর্ষে ধারে। সেই মত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে ॥ শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর। ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন। অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥ পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলা সব ঘর। আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥ ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন। বুঝিব কেমতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥ এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান। অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ২ বাণ ॥ বাণে নিবারেণ

তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর। আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর ॥ দেখি ভীষ্ম পঞ্চবাণ মারে অতি রোষে। মূর্ত্তিমন্ত হয়ে বাণ শূন্যপথে আইসে॥ দেখি পার্থ দুইবাণ পুরিয়া সন্ধান। অর্দ্ধ পথে কাটিয়া করেন খান২ ॥ দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন। আকাশ ছাইয়া বার্ণ করে বরিষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর। বাণে২ দোহাকারে করিল জর্জ্জর ॥ মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ। কাটিলেন সারথি রথির শরাসন ॥ আট বাণ মারেণ রথের চারি হয়ে। আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে ॥ লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপ রে। হয় গজ রথিরে পাঠান যমঘরে ॥ তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু লৈয়া। বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া। শূন্য মার্গ রুদ্ধ হইল না চলে বাতাস। বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ ॥ লক্ষ২ সেনা মারি করিল সংহার। শত২ গজ মারে কত আসোয়ার ॥ হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ। সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ ॥ মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া স- ন্ধান। ধনুখান ভীষ্মের করেন খান খান ॥ সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি। ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী ॥ দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পায়ে মনে। আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে ॥ ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়। করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয় ॥ এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর। সাবধান হয়ে বৈস রথের উপর ॥ অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ। বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন ॥ এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর। নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর ॥ সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল। মন্ত্রপূত করিয়া ধনুকে বসা- ইল। বিষ্ণু তেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার। পাণ্ডবের অস্ত্রধারি করিবা সংহার ॥ সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর। স- বারে সংহার করি লহ যমঘর ॥ এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল। আকর্ণ পুরিয়া বাণ সন্ধান পুরিল ॥ বাণ হৈতে বিষ্ণু তেজ হইল প্রকাশ। যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ ॥

দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল। সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল ॥ ভূমিকম্প হইল লড়িল চলাচল। বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল ॥ দেখিয়া পাইয়া ভয় প্রভু নারায়ণ। অর্জুন চাহিয়া তবে বলেন বচন ॥ জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ। দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান ॥ অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর। বিমুখ হইয়া বৈসে রথের উপর ॥ অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত। ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত ॥ শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়। আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয় ॥ ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে। নারায়ণ ডাকিয়া বলেন সর্ব্ব লোকে ॥ পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর। বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনু শর ॥ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনেঘন। শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন ॥ নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণে। বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেনে ॥ তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে। পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥ এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল। অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল ॥ ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে। প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠে না দিব সমরে ॥ ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥ কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব। নিজধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥ এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর। দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালির ॥ মহা তেজোময় অস্ত্র গগণে উঠিল। পাণ্ডবের সৈন্য অস্ত্রধারি না পাইল ॥ ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আইসে বাণ। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান ॥ ঘোর নাদে গর্জ্জে শর ভীম বিনাশিতে। নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে ॥ রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বর। ভীমে আচ্ছাদিলেন আপন কলেবর ॥ মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল। কৃষ্ণের পরশে সব তেজ সম্বরিল ॥ আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া। ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥ স্বর্গে দেবগণ সব করে

জয় জয়। দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয়॥ গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন। ধনু এড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥ জয়২ নারায়ণ ভুবন পালন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগততারণ॥ নমঃ নমঃ বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি। নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট দর্প হারি॥ সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তীপুত্র জন্মাইল। ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইলই॥ত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর। আপনার রথেতে গেলেন দামোদর॥ গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রেরনন্দন। করেন মুষলাধরে অস্ত্র বরিষণ॥ সহস্র২রথি গজ অগণন। বাণে কাটি লইলেন শমন সদন। ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম পূরিল সন্ধান। নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ। নিবারিয়া অস্ত্র পুনএড়ে আর শর। বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥ দোঁহে দোহাকার অস্ত্র করেন ঘাতন। দোহাকার অস্ত্র দোহে করেন বারণ হেন মতে বহু যুদ্ধ হয় দুই জনে। নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে॥ ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল। কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল॥ করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির। অযুতেক রথি মারে ভীষ্ম মহাবীর॥ জয় শঙ্খনাদ দিয়া বীর বাহুড়িল। সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল॥ কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর। হেনমতে ষষ্ঠ দিন হইল সমর॥ মহা ভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি॥

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়। কহেন গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয়॥ পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন। কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ॥ নারায়ণ অস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান। দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম॥ মহাকোপে আইল সে ভীমে মারিবার। আপনি করিলা রক্ষা সংসারের সার॥ মম মনে লয় যাহা শুন হৃষীকেশ। রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ॥ অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর। অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥ আমা সবা রক্ষা যে করেন সর্ব্বকাল। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন মহীপাল॥

তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন। ভ্রমিতে২ যাই দ্বারকাভুবন॥ সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর। সত্রাজিত সুতাকে দিলেন দামোদর॥ দেখিয়া রুক্মিণী মনে ক্রোধ উপজিল শরীর ত্যজিব হেন মনে বিচারিল॥ এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ। পুষ্পহেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন॥ আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোনখানে। হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে॥ সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি। গেলাম কদলীবনে অতিশীঘ্র গামী॥ ভ্রমিতে২ দেখি পুষ্প মনোহর। রক্ষক আছয়ে চারি মরকট বানর॥ পুষ্প তুলিবার মম উদ্যোগ হইল। দেখিয়া তাহারা মোরে বহু নিষেধিল॥ না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজমনে। দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারি জনে॥ গিয়া হনূমানেরে কহিল সমাচার। শ্রুতমাত্র আইল তথা পবনকুমার॥ আমারে দেখিয়া বলে হয়ে ক্রোধমন। অন্যায়ি কিরাত চোর শুন রে বচন॥ যাইতে শমন পুরী ইচ্ছা হৈল তোর। সে কারণে পুষ্প তুল উদ্যানেতে মোর॥ ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ না আইসে ডরে। অধম কিরাত কেন আইলা মরিবারে॥ নিত্য২ পূজা আমি করি রঘুবীর। যাহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর॥ দুর্জ্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে। সবংশে নিলেন যিনি তারে যমঘরে॥ বিভীষণে রাজত্ব দিলেন চিরকাল। বালিরাজে মারিলেন ভেদি সপ্ততাল॥ যার গুণে বনের বানর বন্দি হৈল। অলংঘ্য সাগর যার হাতে বান্ধা গেল॥ মনুষ্য হইয়া তোর বুদ্ধি হৈল হত। যমপুরী যাইবার সৃজিতেছ পথ॥ আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর। বনফল খাও ভ্রম বনের ভিতর॥ না জানিয়া কটূত্তর বলিস আমারে যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে॥ বড় বীর বলিয়া জানিস রঘুনাথ। সংসারেতে তার বল আছয়ে বিখ্যাত॥ বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল। আপনি কটক লয়ে সে পার হইল॥ আপনি শরেতে যদি বান্ধিত সাগর। তবে আমি কহিতাম তারে বীরবর॥ ক্রোধে হনূ বলে শুন কিরাত অধম

ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥ হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে। পরশু রামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥ শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্ত নহে। কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে॥ সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর। রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥ ইহার উচিত ফল পাবা মোর ঠাঁই। পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই॥ তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর। শরেতে সাগর বান্ধি মোরে কর পার॥ আমার ভরেতে যদি তব বান্ধ রয়। তবেত হইব সখা এ কথা নিশ্চয়॥ যদ্যপি আমার ভরে বান্ধ হয় ভঙ্গ। সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥ আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর। তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর॥ তোমার ভরেতে যদি মম বান্ধ ভাঙ্গে। তবে পরাজিত আমি হই তব আগে। এমত প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ। সাগরের তীরেতে গেলাম দুই জন॥ ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার। বৃষ্টিধারাবত অস্ত্র হইল সঞ্চার॥ পদ্ম শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন। নিমিষেকে বান্ধিলাম শতেক যোজন॥ বান্ধ দেখি হনূমান সবিস্ময় মন জানিল কিরাত নহে হবে কোন জন॥ কোন দেবতায় আজি বিপাক লাগিল। আমার সহিত আসি বিবাদ করিল॥ আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি। ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি॥ এত বলি উত্তরে চলিল মহাবীর। বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর॥ লোমেং মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল। কত শত পর্ব্বত কান্ধেতে তুলি নিল॥ মহাবেগে আইসে বীর কৃতান্ত আকার। লুকাইল রবিতেজ হইল অন্ধকার॥ প্রলয়ের ঝড় সম মহাশব্দ শুনি। চমকিত হয়ে চারি দিকে চাহি আমি নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর। হনূমানে চিনি মম কাঁপিল অন্তর॥ এমত কুবুদ্ধি মোরে কেন দিলা হরি। সকল থাকিতে হনূমানে বৈরি করি॥ পিপীলিকা পাখা যেন উঠে মরিবার। তেমতি হইল মোরে কুবুদ্ধি সঞ্চার॥ মহাভয় পায়ে আমি স্মরি মনে মন। অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ৮

হনূমানে অৰ্জ্জুনে হইলে বিসম্বাদ। মহাবীর হনূমান পাড়িল প্রমাদ॥ এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে। রহেন কচ্ছপ রূপে বান্ধের নীচেতে॥ কোপে হনূমান ডাকি আমা প্রতি বলে। এবে বান্ধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে॥ আমি পড়ি সঙ্কটে সাহস করিলাম। নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম॥ হনূমান ভরে কম্পমানা বসুমতী। বান্ধে এক পদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি॥ আর পদ তুলিয়া ফেলিতে মহাবীর। কচ্ছপের মুখ হৈতে বহিল রুধির॥ হইল অরুণ বর্ণ সাগরের জল। তাহা দেখি চিন্তিত হইল মহাবল॥ মোর ভর পৃথিবী সহিতে নাহি পারে। শর বান্ধ কি প্রকারে রহিল সাগরে॥ কোন হেতু রক্তবর্ণ সাগরের নীর। এতেক চিন্তিয়া জ্ঞানদৃষ্টি করে বীর॥ ধ্যানেতে জানিল প্রভু বান্ধের নীচেতে। লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীত চিত্তে॥ আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি। বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি॥ অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর। না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥ তবেত কচ্ছপরূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি। দূর্ব্বাদলশ্যাম হইলেন ধনুর্দ্ধারী॥ হনূমান প্রতি তবে বলেন বচন। আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন॥ দুইজনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ। আমারে করহ ক্ষমা অর্জ্জুনের দোষ॥ কৃতাঞ্জলি বলে হনূ করিয়া বিনয়। পাপ কর্ম্ম করিলাম আমি পাপাশয়॥ অপরাধ ক্ষমহ আমার রঘুমণি। অজ্ঞান অধম পশু কিছু নাহি জানি॥ শুনি হরি উভয়েরে সখ্য করাইয়া। উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥ হনূমান আমা চাহি বলেন বচন। তুমি আমি সখা হইলাম দুই জন॥ সদাই তোমার আমি সহায় থাকিব। সমর সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥ এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর পুষ্প লয়ে আইলাম দ্বারকানগর॥ বড়২ সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে। ধর্ম্ম মহারাজ শুন না চিন্ত অন্তরে॥ এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে। রজনী বঞ্চিল নান কথার আলাপে। মহাভারতের কথা অমৃতসমান। কাশীরামদাস কহে শুনে পুন্যবান

অথ সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সমরে। প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে ॥ সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন। ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিস্বন ॥ রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥ মুষল মুদ্গার শেল পরশু তোমর। ভুষণ্ডি পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর ॥ দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোলাহল। যেমন প্রলয় কালে সমুদ্র কল্লোল ॥ ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা। বাণ বৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণন ॥ মুষলের ধারে যেন বরিষয়ে ঘনে। তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে ॥ ভীমসেন মহাবীর প্রবেশে সমরে। সহস্র সহস্র রথি নিল যমঘরে ॥ গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়। বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায় ॥ দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন। ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে। গদা এড়ি ধনুশর তুলি নিল হাতে ॥ সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ। দ্রোণির যতেক অস্ত্র করে খান খান ॥ কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর ॥ দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চ বাণ। ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান ॥ দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল। সমরে রুষিল বীর হইল প্রবল ॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চ বাণ। দ্রোণির ধনুক কাটি করে খান খান ॥ আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা। রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা ॥ সারথি পড়িল রথ হইল অচল। চোখ২ বাণ মারে ভীম মহাবল ॥ বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার। দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার ॥ আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল। মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল ॥ কোটি কোটি রথি মারি নিল যমালয়। ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ॥ দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখমতি। রাজগণে আদেশ মরিল শীঘ্রগতি ॥ শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে। ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে ॥ চতুর্দ্দিক বেড়ি

সবে বরিষয়ে শর। বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর ॥ চোখং বাণে বিন্ধে সবার শরীর। রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির ॥ কোপেতে কলিঙ্গ রাজা এড়ে শত বাণ। অৰ্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান ॥ পুনঃ সপ্ত বাণ বীর মারে বৃকোদরে। খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥ বাণ নিবারিয়া করে বাণের প্রহার। সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার॥ বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনেমন। আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল। ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল॥ নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন। রথের উপরে পড়ে হয়ে অচেতন॥ রাজার সঙ্কট দেখি সহোদর গণ। ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥ তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে। নিমিষেকে সবাকারে নিল যমালয়ে ॥ সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবনকুমার। লক্ষ লক্ষ সেনাগণে নিল যমদ্বার॥ চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গরাজন। ভাই সব মরে দেখি মহা শোক মন॥ হস্তী ষাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে। সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে ॥ ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর। সমরেতে বিনাশিলা মোর সহোদর॥ মোর সহ স্থির হয়ে করহ সমর। হস্তির চাপানে তোমা নিব যমঘর॥ শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়। নিশ্চয় তোমার আজি নিব যমালয় ॥ যেই হস্তিগণের করিস অহঙ্কার। গদার বাতাসে সবে লব যমদ্বার ॥ গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত। আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥ এত বলি গদা লয়ে ধায় বীরবর কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর॥ দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ। উনপঞ্চাশত বায়ু গদাগ্রে প্রবেশ॥ গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে। উড়াইয়া হস্তিগণে দারুণ বাতাসে॥ আকাশেতে ঘূর্ণ বায়ু বহে নিরন্তর। গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর॥ ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তি ঘূর্ণমান হয়। অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায়॥ একই যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল। গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল॥ পর্ব্বত কান

নে কত পড়ে দেশান্তরে। কতেক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার। কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার॥ তবে বৃকোদর বীর অতিবেগে ধায়। এক ঘায়ে কলিঙ্গেরে নিল যমালয়॥ রথ অশ্ব সহ গুঁড়া হয়ে গেল। দেখিয়া কৌরবদলে আতঙ্ক হইল॥ দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পুরিল সন্ধান। বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ॥ সহস্রং বাণ মারে একেবারে। ভীমের শরীরে বিদ্ধ করিল প্রহারে দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে। গদা এড়ি ধনুঃশর লই লেক হাতে॥ বাণ বৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর। নিজ অস্ত্র বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর॥ দোহে দোহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ। দোহাকার অস্ত্র দোহে করয়ে বারণ॥ জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ। দোহে দোহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর। বাণেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর॥ ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন। শকুনির হাতের কাটিল শরাসন॥ রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল। দিব্য ভল্ল পঞ্চগোটা অঙ্গে প্রহারিল॥ বাণঘাতে শকুনি হইল অচেতন। আর রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধাগণ॥ অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর। দোহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর। মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর। রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর॥ অন্য রথে চড়ে দ্রোণ পুত্র বিপ্রবর। অর্জ্জুনি উপরে মারে সহস্রেক শর॥ অর্দ্ধ পথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর। সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর॥ হেনমতে দুই জনে বরিষয়ে শর। সংগ্রামে নিপুণ দোহে মহা ধনুর্দ্ধর॥ ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয়। সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয়॥ শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর। ভীষ্মের উপরে বীর বরিষেণ শর॥ বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন॥ অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥ বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন নিবারণ পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ॥ অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার। বাণাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥ তবে

পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে। লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে। পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম ধরে ধনু। আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥ অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে। আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥ সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে। বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥ লক্ষ২ বাণেতে মারিল সেনাগণ। হয় গজ রথী পড়ে কে করে গণন। বহিল শোণিত নদী খরতর স্রোতে। রথ অশ্ব গজ পত্তি ভাসি বুলে তাতে॥ পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়। রথি দশ সহস্র মারিল মহা শয়॥ শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল। সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥ কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর। কাশী কহে সপ্ত দিনের হইল সমর॥

অথ কৃষ্ণার্জ্জুন ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনেন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির। ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যো ধন বীর॥ পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়া। সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে॥ তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে। দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥ নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারি রাম মহাশয়। তোমার নিকটে হৈল তার পরাজয়॥ হেন মহা বীর তুমি দুর্জয় সংসারে। মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনি বারে॥ সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ। নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥ যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে। অপযশ তোমার ঘুষিবে লোকে তবে॥ রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর। তূণ হৈতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥ মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্ব জন। সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥ বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী নন্দন। কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥ কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এই শরে। দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥ কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চ জন। নহে তার কি শক্তি আমার সনে রণ॥ কালি পাণ্ড

পুত্রেরে মারিব এই শরে। তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃ-পুরে॥ দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল। দিব্য বস্ত্রগৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥ সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন। দুর্য্যোধন মনেভাবে জিনিলামরণ॥ যুধিষ্ঠির মহারাজা সহভ্রাতৃগণ। যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥ সভা করি বসিলেন আপন আ লয়। সহদেব জিজ্ঞাসেন দেবকী তনয়॥ কি মতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি। প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥ সহ দেব বলে শুন সংসারের সার॥ সকল জানহ আমি কি বলিব আর॥ দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর॥ তূণহৈতে পঞ্চ শর করিল বাহির। পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল। দ্বা-রেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল।।পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥ শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লংঘন না হয়॥ সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন। কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ॥ শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করহ। ধনঞ্জয় বীরে রে আমার সঙ্গে দেহ॥ ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চবাণ। অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময়। ছল করি কিরূপে আনিবা মহাশয়॥ কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন। কাম্যবনে যখন আছিলা পঞ্চ জন॥ দূত মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার। দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার দেখাইতে ঐশ্বর্য্য করিল আগমন। সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ॥ করিতে প্রভাসস্নান দিলেক ঘোষণা। সবা ন্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥ তোমারে অমান্য করি প্রভা-সেতে গেল। চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥ শুনি ক্রোধে আইল গর্ব্বন্ধ বীরবর। দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল। স্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যো-ধনেরে বান্ধিল॥ প্রেষণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। অর্জ্জু-নেরে পাঠাইয়া করিলা মোচন॥ তুষ্ট হয়ে পার্থেরে বলিল

দুর্য্যোধন। মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥ পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কায। সমর হইলে লব শুন কুরুরাজ॥ সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব। ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥ এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন। শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন॥ শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে। তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে॥ মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা। শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা॥ শুনিয়া পার্থ চলিলেস অতি শীঘ্রতর। দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর॥ শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল। অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥ জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন। যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥ অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার। মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥ শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল। মাথার মুকুট আনি অর্জ্জুনেরে দিল॥ মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন। তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥ মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ। দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥ ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন। এতরাত্রে কিমর্থে হেতায় আগমন পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর। স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥ হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে। নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে॥ হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন॥ দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ॥ কৃষ্ণপ্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার। কিহেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলা আমার॥ শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা। দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা॥ অখিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি। আপনি হইলা তুমি পাণ্ডব সারথি॥ আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলা পাণ্ডবে। তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥ শান্তনা করিয়া ভীষ্মে দেবকী-নন্দন। অস্ত্র লয়ে দুই জন করেন গমন পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল। মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ

সঞ্চারিল॥ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথাষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভঃ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখি মন। প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন॥ হরষিতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে। ভেরী তুরী দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে॥ চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল। সৈন্যগণ কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল॥ রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। আসোয়ার আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥ নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ। আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন॥ পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি। ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি॥ দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন। বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তাহৈতে দ্বিগুণ॥ দুই শঙ্খনাদেতে হইল মহারোল। প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥ অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন। আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম॥ দুর্য্যোধন রাজার মুকুট দিলা তুমি। কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিলাম আমি॥ কৃষ্ণের মায়ার বশ এ তিন সংসার। ব্রহ্মা হর অগোচর কিবা অন্য আর॥ ছল করি মম স্থানে নিলা পঞ্চশর। বুঝিব কিমতে আজি করিবা সমর॥ আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয়। কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয়॥ করিলাম প্রতিজ্ঞা আমি যদি নাহি করি। শান্তনু-নন্দন বৃথা ভীষ্মনাম ধরি॥ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ। কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন॥ প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি। ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি॥ প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার-নন্দন। দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ॥ অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল। গগণ ছাইয়া বাণে আন্ধার হইল॥ সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ। অর্দ্ধ পথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান॥ পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন। শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥ দোঁহে দোঁহা পরে অস্ত্র করয়ে প্রহার। দোহাকার অস্ত্র দোহে করয়ে সং-

হার ।। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের বাধিল ঘোর রণ। চমৎকৃত হয়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন ।। দৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরে মারিল মহাশর। দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর ।। মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিয়া সন্ধান। ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে মারে দশগোটা বাণ। হাহাকার করে লোক আইসে মহাবাণ। শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খান খান ।। বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু বড় পায় লাজ। শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান। মহাশক্তি দ্রোণের করিল দুইখান ।। মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর। ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুক কাটিল বীরবর ।। ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে। গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য মাথে ।। ডুব দিয়া এড়াইল দ্রোণ মহাবলী। দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী ।। তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান। ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করে খান খান ।। বিরথি হইয়া বীর খড়্গ লয়ে ধায়। সারথির মাথা কাটি নিল যমালয় ।। খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল। চোখ চোখ শর দ্রোণ আচার্য্য মারিল ।। পঞ্চ শরে খড়্গ কাটী সংচূর্ণ করিল। কবচ ভেখিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ।। বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর। অভিমন্যু রথে গিয়া উঠিল সত্বর ।। ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা। চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজনা ।। গদাযুদ্ধ করে দোহে সংগ্রাম ভিতর। দোহার প্রহারে দোহে হইল জর্জ্জর ।। মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে। গদার প্রহার করে রাজার উপরে ।। গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত। আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত ।। ধনুক ধরিয়া অস্ত্র করে বরিষণ। দেখি নিজ রথে চড়ে পবন নন্দন ।। নানা অস্ত্র দুই জন করয়ে প্রহার ।। দোহে দোহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার ।। মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান ।। দুর্য্যোধন ধনু কাটি করে খান খান ।। আর ধনু লয়ে দুর্য্যোধন বীরবর। সেহ ধনু কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর ।। পুনঃ দুর্য্যোধন বীর যতধনু লয়। বাণে কাটি পাড়ে তাহা ভীম মহাশয় ।। রাজার সঙ্কট দেখি যত

যোদ্ধাগণ। ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ বাণে নিবারয়ে তাহা বীর বৃকোদর। নিজ শরে সবাকারে করিল জর্জ্জর॥ কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি। কার মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি॥ ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির। রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥ ক্রোধে ভীমসেন বীর বরিষয় শর। সহস্র সহস্র সেনা নিল যমঘর॥ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি। ভীমের সম্মুখে বীর আইল ঝটতি॥ দিব্য অস্ত্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান। ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান॥ কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়। কৃপাচার্য্য উপরেতে বাণ বরিষয়॥ বাণে নিবারয়ে তাহা কৃপ দ্বিজবর। ভীমের উপরে পুনঃ বরিষয়ে শর॥ দোঁহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড। দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ড খণ্ড সাত্যকি সহিত ভূরিশ্রবা করে রণ। অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মা রাজন॥ ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে মাতিল। দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল॥ অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন। গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥ যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি। দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি॥ নকুল সহিত দুঃশাসন করে রণ। কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন॥ সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি। সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥ ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল। মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল॥ শকুনির পলায়নে হরষিত মন। সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন। আকাশ মার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ॥ দুই বীর অস্ত্র বৃষ্টি করে নিরন্তর। দোহে নিবারণ করে মহাধনুর্দ্ধর॥ ক্রোধে ভীষ্ম শত অস্ত্র পূরিল সন্ধান। অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥ বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর। ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥ আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়। সহস্রেক বাণ একবারে বরিষয়॥ গগণ ছাইয়া হৈল অস্ত্রের সঞ্চার।

রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হইল আন্ধার ॥ নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুদ্ধর। অস্ত্রাঘাতে হইলেন তিনি জরজর ॥ তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন। কৃষ্ণের শরীরে অস্ত্র করিল ঘাতন ॥ তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপ মন। ভীষ্মের শরীরে অস্ত্র করেন ঘাতন ॥ পুনঃ আর দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে। ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে ॥ আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর। সেহ ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥ ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি। শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥ বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর। দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর ॥ আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর। কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর ॥ কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর। পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির ॥ মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর। ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥ তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া। কাটেন ভীষ্মের অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া ॥ আর অস্ত্র এড়িলেন অতিশয় রোষে। পড়িল কৌরব সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥ দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন। গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥ নাহি দিক্ বিদিক্ মিহিরের প্রকাশ। শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস ॥ দিবা নিশা নাহি জ্ঞান হৈল অন্ধকার। নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥ পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর। সমরে সামর্থ হীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥ অর্জ্জুন তুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন। নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে অস্ত্রগণ মহাকোপ উপজিল দৈবকী নন্দনে। আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে অস্ত্র না ধরিব। ব। না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥ এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে। চোখ চোখ অস্ত্র ভীষ্ম মারে ঘনে ঘনে অস্থির হইয়া হরি কমললোচন। লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥ ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ। ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥ গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি। পদভরে কৃষ্ণের কম্পিতা বসুমতী ॥ চমৎকৃত হয়ে

চাহি দেখে সর্ব্বজন। ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥ সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর। নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥ আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে। রথ হৈতে পাড়ুক দেখুক সর্ব্বলোকে ॥ শীঘ্র আইস কৃষ্ণ কর আমারে সংহার। তোমার প্রসাদে তরি এভব সংসার ॥ তোমার অস্ত্রেতে যদি সংগ্রামে মরিব। দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥ এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর। কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহা ধনুর্দ্ধর ॥ ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন। নমস্তে সুদামবিপ্র দারিদ্র্য ভঞ্জন ॥ ধ্রুবকে অচল পদ দিলা চক্রধারী। প্রহ্লাদে রক্ষিলা হিরণ্যাক্ষেরে সংহারি ॥ নমস্তে বামন মূর্ত্তি নমো জনার্দ্দন। নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ বিনাশন ॥ ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে। আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলা সমরে ॥ ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর। আনন্দে পূর্ণিত মন রোমাঞ্চ শরীর ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন। রথে হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥ দশ পদ অন্তরে ধরেন দুটি হাত। সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে। ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥ ভীষ্ম মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়। তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয় ॥ অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর। ক্ষান্ত হয়ে চড়িলেন রথের উপর ॥ অনন্তর ধনঞ্জয় ধরি শরাসন। ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥ সহস্রেক রথি তাহে গেল যমদ্বার। সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার ॥ দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার। ইন্দ্রঅস্ত্রে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার এড়েন মাহেন্দ্র অস্ত্র মহেন্দ্র সমান ॥ লক্ষ২ রথি করিলেন খান খান ॥ দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে অস্ত্রগণ। পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ॥ দশ সহস্র রথি মারি শঙ্খ বাজাইল। সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ নবম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি। সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি॥ পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে। কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীর বর। রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর॥ হেন বীরসহ যুঝি বেক কোন জন। এত বলি চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন॥ শুনিয়া দ্রুপদরাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে। আমার বচন শুন না চিন্ত অন্ত রে॥ ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত। সর্ব্বদা ভক্তের হিত করেন বিহিত॥ ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ। স্তম্ভেতে নৃসিংহমূর্ত্তি করেন ধারণ॥ প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যে শ্বর। সে কারণে তাহারে নিলেন যমঘর॥ বলিরে ছলনা করি নিলেন পাতালে। আধিপত্য স্বর্গের দিলেন স্বর্গপালে বিভীষণ রাজা হয় যাহার মহিমা। অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা॥ হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি। অকারণে শোক কেন কর মহীপতি॥ অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয় এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয়॥ এত শুনি পাণ্ডবের প্রবো ধ জন্মিল। নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল॥

প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন। কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥ যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ। সিংহ নাদ করি রণে ধায় সর্ব্ব জন॥ মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রা-ঘাত। লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥ শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর। অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর॥ লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর। বহিল শোণিত নদী অতি ভয়-ঙ্কর॥ ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তিগণ। আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন॥ নদী ফেণা সম ভাসে শ্বেতচ্ছত্রগণ। ক-চ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম॥ শেওলা সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে। শশক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে॥ গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে। হস্ত পদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিগে

শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর। অস্ত্রগণ বৃষ্টি ধারা পড়ে নিরন্তর॥

চণ্ড রণ দেখিয়া আইলেন চামুণ্ডা। দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা॥ সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তার বদনা। নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা॥ গজমুণ্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল। করতালি দিয়া নাচে হাসে খল২॥ নরমুণ্ড মালা কেহ গাঁথি পরে গলে। গেঁড়ুয়া খেয়াল কেহ মহাকুতূহলে॥ হাতেতে খর্পর করি রক্ত করে পান। ক্রীড়ায় যোগিণীগণ আনন্দ বিধান॥ শিবাগণ চতুর্দ্দিগে আনন্দেতে ধায়। শকুনী গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায়॥ ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর। চমৎকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর॥ মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল। সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥ পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে। হয় হস্তি পদাতিক পড়ে অগণনে॥ যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ। গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥ তোমর ভুষণ্ডি শেল মুষল মুদ্গার। বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥ মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে। গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে। দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন। ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥ দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে। নিমিষে সবারে মারে অস্ত্রের আঘাতে॥ জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর। বাণ ঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥ ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা লয়ে ধায়। ভীমের সারথিরে মারিল এক ঘায়॥ মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে। চোখ চোখ দশ বাণ রাজারে প্রহারে দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান। অঙ্গের কবচ কাটিলেক তনুত্রাণ॥ নিরস্ত্র নিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন। আপনার সৈন্য পশি রাখিল জীবন॥ দেখি যত যোদ্ধাগণ অতিবেগে ধায়। ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥ নিবারিল সব অস্ত্র পবন নন্দন। নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥ তাহা দেখি রুষিল আচার্য্য মহামতি। ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্র

গতি ॥ আর ধনু নিল ভীম চক্ষু পালটিতে। সেহ ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে ॥ মহাক্রোধ করিলেক বৃকোদর বীর। গদা লয়ে ধায় পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥ দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পুরিল সন্ধান। গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ ॥ গদা ফিরাইয়া ভীম করিল বারণ। দ্রোণাচার্য্য রথে গদা করিল ঘাতন ॥ রথ অশ্ব সারথি হইল সব চূর। লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর ॥ আর রথে চড়ি গুরু বরিষয় শর কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥ ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়। দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায় ॥ চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান। কাটিলেন ভীমের গদা করি খান খান ॥ গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল। আঁকাড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল ॥ লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল। ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ন হয়ে গেল ॥ মহাক্রোধী ভীমসেন ধায় অতিবেগে। মুকটির ঘায়ে মারে যারে পায় আগে ॥ পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চূর। বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহু দূর ॥ রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে। চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে ॥ এই মত মহামার করে বৃকোদর। লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যমঘর ॥ পুনঃআর রথে গুরু করে আরোহণ। ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥ দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল। ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল। মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর। নিজ অস্ত্র প্রহারিল দ্রোণের উপর ॥ বাণে বাণে নিবারয়ে দোহে বীর বর। দোহে অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন জলধর ॥ অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন নন্দন। কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন ॥ দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি। ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ। বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন নন্দন ॥ অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়। পুন দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয় ॥ আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চবাণ। অভিমন্যু বীরের কাটিল ধনুঃখান ॥ আর ধনু নিল বীর চক্ষুর

নিমিষে। অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে॥ কৃপের সা রথি কাটে আর অশ্ব চারি। ধ্বজ কাটি পাড়িলেন কৃপ বরাবরি॥ আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল। মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল॥ দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রগ হইল। অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল॥ ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল। দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল॥ ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর। অস্ত্রবৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির॥ যত অস্ত্র এড়ে দ্রৌণি কাটে মহাবীর। পিতৃসম পরাক্রম সমরে সুধীর॥ নিজ অস্ত্রে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার। বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুনকুমার॥ দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে। দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে॥ এইমত যুঝয়ে যতেক যোদ্ধাগণ। লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন॥ জাঠি শেল ঝকড়া মুষল মুদ্গর। বরিষয়ে ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর॥ ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়। ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়॥ শত শত কবন্ধ উঠিয়া করে রণ। কাহার সামার্থ্য তাহা করিতে বর্ণন॥ অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা। দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা॥ পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম করিল সুরাসুর। দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিন পুর॥ ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান। অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন দশখান॥ পুনঃ শত অস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার। বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন ছারখার॥ যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন। নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ॥ তবে পার্থ দশ অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান। ধনুর্গুণ ভীষ্মের করিল খান২॥ দুইবাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ। দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ॥ হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন। সহস্রেক মহারথি করেন নিধন॥ দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়। গগণ ছাইয়া বীর বাণ বরিষয়॥ নাহি দেখি দিবা করে রজনী প্রকাশ। শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥ দেখি ইন্দ্রঅস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন। নিবারণ করিলেন সব

অস্ত্রগণ ॥ কোপে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল। দশ বাণ অর্জুনের হৃদয়ে হানিল ॥ বাধাঘাতে ব্যথা পায় বাসবতনয় ষাটি বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥ আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর। রথি দশ সহস্র লইল যমঘর ॥ জয় শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল। রণ ত্যজি শিবিরে চলিল মহী-পাল ॥ কৌরব পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন। নবম দিনের যুদ্ধ হইল সমাপন ॥ কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

অথ ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধাগণ। কৃষ্ণপ্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥ নয় দিন হৈল আজি ঘোরতর রণ। পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥ দেখ কৃষ্ণ দয়াময় হইল সর্ব্বনাশ। কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস ॥ ভীষ্ম বীর পরাজিত যত বীরগণ। গজ যেন ভাঙ্গে সব কদলীর বন ॥ বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে। পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে ॥ ইন্দ্রে যমে বরুণে জিনিতে পারে রণে। মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল ভুবনে ॥ আপন কুবুদ্ধিতে করিলাম এ কর্ম্ম। প্রবৃত্তি হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম ॥ অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে। সেইমত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে ॥ প্রহারে পীড়িত হৈল সব সৈন্যগণ। যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন ॥ আজ্ঞা দেহ গোবিন্দ শোভন নহে রণ। তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চজন যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী। সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি ॥ ভ্রাতা সব তোমার দুর্জ্জয় ত্রিভুবন। আপনি বিষাদ রাজা কর কারণে ॥ ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সমশর। সহদেব নকুল যেমন পুরন্দর ॥ আমিহ কুশল চিন্তি কর ধর্ম্ম সার। ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥ মহাধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে। প্রতিজ্ঞা করিল সেহ ভীষ্মে মারিবারে ॥ অবশ্য সমরে ভীষ্ম হইবে নিধন। সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়। যত কিছু বলহ

গোবিন্দ মহাশয়॥ সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার। ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তাহার॥ কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিলা বিদ্যমানে। অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে॥ ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়। আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয়॥ শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির। মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর॥ কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি। তাহার নিকটে রাজা চলশীঘ্রগতি॥ ইচ্ছামৃত্যু তাঁহার বিখ্যাত ত্রিভুবনে। মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সেকারণে॥ এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি। অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি॥ বাসুদেব সহিত পাণ্ডব পঞ্চ বীর। সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥ দ্বারী গিয়া কহে বার্ত্তা ভীষ্ম বরাবর। শ্রীহরি সহিত দ্বারেধর্ম্মনৃপবর॥ শুনিভীষ্ম ব্যগ্রহয়েচলিল সত্বর। কৃষ্ণ দরশন করি হরিষ অন্তর॥ আনন্দাশ্রু নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর হরিপদ পরশিল কুরু মহাবীর॥ ভীষ্মের চরণ বন্দি ভাই পঞ্চ জন। হাসি ভীষ্ম সবারে দিলেন আলিঙ্গন॥ আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া। সমর বিজয়ী হও শত্রু বিনাশিয়া॥ এত বলি সবারে লইয়া মহামতি। বসাইল বিদ্যাসনে অতি শীঘ্র গতি॥ কৃষ্ণপদ ধৌত করে সুবাসিত নীরে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বীর নানাস্তুতি করে॥ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভীষ্মবীরবর। রজনীতে কিহেতু আইলা নপবর॥ যে কার্য্য তোমার থাকে বলহ আমারে। যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি। মম দুঃখ অবধান কর মহামতি॥ পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ। এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ॥ কার বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ। নয় দিন তোমার সহিত হয় রণ॥ তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির। সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥ তূণ হৈতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে। তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে হেনরূপ যদ্যপি করিবা তুমি রণ। আজ্ঞা দেহ পঞ্চ ভাই পুন-

যাই বন ॥ সৈন্য ক্ষয় হৈলমম তোমার কারণে। তোমারে জি নিতে শক্তি নাহি কোনজন ॥ আমাসবা প্রতি যদি তব স্নেহ হয়। মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয় ॥ হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন। যথা ধর্ম্ম তথায় সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ যাহার সাক্ষাৎ হরি জগতের সার। তাহার না হয় বিঘ্ন ধর্ম্মের কুমার ধর্ম্ম অনুসারে জয় বেদের বচন। শত ভীষ্ম হইলে তারে নারে কদাচন ॥ যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয়। বেদতুল্য তব বাক্য লংঘনীয় নয় ॥ আপনি যদ্যপি যুদ্ধ কর এই মতে। তবে জয় আমার না হবে কোনমতে ॥ আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়। নিজমৃত্যু উপায় বলহ মহাশয় ॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর। পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্ত র ॥ শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার। ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥ সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে। কোন বীর শক্তি নাহি জিনিতে আমারে ॥ ইন্দ্র সহ সুরাসুর যদি আইসে রণে। আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে ॥ যাব-ত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর। করিব কৌরব কার্য্য শুন নরবর ॥ তবেত তোমার রণে নাহিহয় জয়। সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥ আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয়। কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয় ॥ আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন। নীচ জনে অস্ত্র নাহি ধরিব কখন ॥ পুরুষ নির্ব্ব লি কিম্বা হয় হীনবস্ত্র। কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র ॥ সমর ত্যজিয়া যেই ভয়ে পলায়িত। তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত ॥ স্ত্রী জাতি দেখিয়া আমি অস্ত্র পরিহরি। স্ত্রী নামে যার নাম তারে নাহি মারি ॥ অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ। কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ ॥ দ্রুপদ তনয় যে শিখণ্ডী নামধর। মহাবল পরাক্রম সমরে তৎপর ॥ পূর্ব্বে নারী আছিল পুরুষ হৈল পাছে। শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে ॥ অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি। তাহার রা খিও রণে অর্জ্জুন সংহতি ॥ শিখণ্ডিকে আগে করি পার্থ ধনু-

দ্ধর। তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধুক আমার কলেবর।। অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডিকে দেখি। আমারে মারিও পার্থ গৌরব উপেক্ষি।। আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে। এই মত উদ্যোগ করহ এইক্ষণে।। প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে। বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে।। অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি নারায়ণে। কপট সমর নাহি করি যে কখনে।। গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান। কপটে তাঁহারে অস্ত্র করিব সন্ধান।। শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ। কোলে করি পিতামহ করিল পালন।। ধুলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া। বাপ বাপ বলি ধরিলাম যে চাপিয়া।। নিজ বস্ত্র দিয়া পুঁছ আমার শরীর। কোলে করি বলিলেন পিতামহ বীর।। তোর পিতামহ আমি নহি তোর বাপ। অকারণে আমার বাড়াও কেন তাপ হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে। আমা সম নিষ্ঠুর নাহিক ত্রিভুবনে।। মম সৈন্য মরুক হউক পরাজয়। পিতামহে মারি আমি না লইব জয়।। অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া গদাধর। সান্ত্বনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর।। কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়। রজনী প্রভাত হৈল হেনই সময়।। মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

অথ দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন। সিংহনাদ ছাড়ে কেহ করয়ে গর্জ্জন।। যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়। পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয়।। তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান। বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রধান।। দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জ্জয়। ধৃষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয়।। মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি। সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি।। কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়। সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয়।। তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর। বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ডশরীর।। দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর। তার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজ ঈশ্বর।। জয়

সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল। শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতি মণ্ডল॥ পরস্পর দুইদলে হৈল মহারণ। সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥ তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি। অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥ শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর। আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥ মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী। মহাবায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পানি॥ গৃধিকী উড়িছে সব ধ্বজার উপর। ঘোর নাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥ অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে। ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে॥ হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন। অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥ অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ। অমঙ্গল কি করিবে তাহা দরশন॥ অশেষ পাপের পাপী যার নামে তরে। বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥ নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব। এই সব অমঙ্গল কেন ডরাইব॥ এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল। সিংহনাদ শঙ্খ নাদে মেদিনী কাঁপিল॥ মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥ সাবধানে আপনি ধরহ অশ্ব ডুরি। অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥ এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল। সহস্রেক বাণ একবারে প্রহারিল॥ শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ। আর বিশ বাণ মারে চাহি হনূমান॥ আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল। চারি অশ্ব বিন্ধি তাহে জর্জর করিল॥ আর এক লক্ষ বাণ সৈন্যোপরে মারে। হয় গজ রথ পত্তি অনেক সংহারে॥ পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া। ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া॥ দুই বীর সন্ধান করেন হেনমতে। লক্ষ লক্ষ সেনা মরি পড়িল ভূমিতে॥ অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন। রুধিলেন শূন্য পথ এড়ি অস্ত্রগণ॥ জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ। অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ। দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সারথি। শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি॥ নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে। লাগিছে কর্ণেতে তালি

অশ্বের গর্জ্জনে ॥ সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ। সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ ॥ মহারথিগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল। ধ্বজ ছত্র পতাকায় মেদিনী ঢাকিল ॥ হস্তিগণে টোয়াইয়া দিলেক মাহূত। ধাইল পর্ব্বত লক্ষ তেমন অদ্ভুত ॥ ঈষা সম গজদন্ত মহা ভয়ঙ্কর। শুণ্ডে শুণ্ডে যড়াযড়ি যুঝে নিরন্তর ॥ দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল। বিপরীত শব্দেতে উঠিল কোলাহল ॥ ভীমসেন মারিল অনেক যোদ্ধাগণ। বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন ॥ দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর। বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥ দেখি মহাক্রোধ ভরে পবন নন্দন। ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল তখন ॥ মহাবেগে মারে গদা রথের উপর। রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর। অজ্ঞান হইল অঙ্গে বহিল রুধির ॥ আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে ॥ নিজ রথে চড়ে আনন্দিত মনে। দেখি দ্রোণাচর্য্য বাণ পূরিল সন্ধান। ভীম অঙ্গে প্রহারিল এত শত বাণ ॥ ব্যথিত হইল রণে ভীম বীর বর। অশ্ব সহ সারথি লইল যম ঘর ॥ তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুন নন্দন। দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ। পার্থদত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর। দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর ॥ দুই বাণে চারি অশ্ব নিল যমঘর। সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর ॥ করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুন নন্দন। চমৎকৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ ॥ তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ। অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ ॥ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল দুই জনে। কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ॥ পঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল। ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥ কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার। হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার ॥ দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন। রাজাগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ ॥ ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ। দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত ॥ সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে। শত২ সেনা মারি নিল যমপাশে ॥ ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে

প্রচণ্ড। যত রাজাগণে বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড ॥ কাহার সারথি কাটে কার কাটে রথ। ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ॥ মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল। দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥ রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি। ব্যগ্র হয়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি॥ সিংহনাদ ছাড়য়ে পাণ্ডব সৈন্যগণ। কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন॥ পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির। তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর দেখি ভীষ্ম রাজারে আশ্বাসে বহুতর। স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর॥ যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়। সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয়॥ এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রোধ মন। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ। সহস্রেক বাণে বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে। দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে॥ সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে। চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে। পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে॥ কালান্তক যম প্রায় ভীষ্ম মহাবীর। পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির। কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয়। মাথা কাটি কাহারে পাঠায় যমালয়। কখন সন্ধান করে কবে এড়ে বাণ। কুমারের চক্র যেন বীর ঘূর্ণমান॥ অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল। পাণ্ডব সৈন্যেতে মহাবিপত্তি পড়িল। তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন। গগণ ছাইয়া বাণ করেণ বর্ষণ॥ নাহি দিক্ বিদিক্ না হয় সুপ্রকাশ। দশ দিক্ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস॥ কোটি২ সেনা বীর হানিলেন রণে। মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তিগণে॥ ইন্দ্রদত্ত পঞ্চ বাণ করিয়া ক্ষেপণ। ভীষ্ম বক্ষদেশ করিলেন নিপাতন॥ ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর। অশ্ব সহ সারথি নিলেন যম ঘর॥ কালানল সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর। কৌরবের সৈন্যগণে নাশেন সত্বর॥ শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে। সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে। অর্জ্জুন বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ। বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥

অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে। পাণ্ডব গণেরে নারে নিবারিতে রণে॥ যুগান্ত সময় যেন রবির উদয়। তেমন ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময়॥ যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেব গণ॥ সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥ ভীষ্মের শরীর বিন্ধি করেন জর্জ্জর। কোটি২ সেনারে পাঠান যমঘর॥ ব্যাঘ্র দেখি যেমত পলায় মৃগগণ। ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥ অর্জ্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য। জ্বলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য॥ গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ। অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥ অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়। যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥ পক্ষি সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ। ধনুক হইতে উখড়িয়া পড়ে গুণ॥ সন্ধান পুরিতে হাত হৈতে পড়ে শর। প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥ দুর্য্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে। শিবাগণ ঘোরনাদ করে কুতূহলে॥ গগণ মণ্ডল হইতে উল্কা পড়ে খসি। স্থানে স্থানে ভস্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥ সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর। রাহু গ্রহ অকারণ গ্রাসে দিবাকর॥ ভীষ্ম বধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল। তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥ সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনে ঘন। এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥ বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত। যথাশক্তি ভীষ্মের সমরে কর হিত॥ হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর। কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর॥ বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত। দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথি যত॥ সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল॥ শিবাগণ যেই মত কেশরী ঘেরিল॥ বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে হয় হস্তি আসোয়ারে সঘনে সংহারে॥ দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর। গগণ ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর॥ সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর। প্রত্যেকে সবারে বিন্ধে চোখ চোখ শর॥ বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব। কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব॥ আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল। একেশ্বর

ভীমসেন সবে নিবারিল ॥ ক্ষণেকে চেতন পায়ে দশ বীরবর চারি দিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ॥ তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল। ধনু এড়ি গদা লয়ে সমরে ধাইল ॥ গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর। ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে। যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ॥ পাণ্ডব বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥ ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ। অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন ॥ যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়। নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয় অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি। মহাক্রোধে অর্জ্জুনেরে বলে ভীষ্ম ডাকি ॥ মহাপরাক্রম আজি করিলা সমরে। মম সহ যুদ্ধ করি মারিলা সৈন্যেরে ॥ এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন। আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ ॥ এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর। অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ॥ দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে। দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে ॥ কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম। অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ॥ চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল। গগণ আবরি শর বর্ষণ করিল ॥ সহস্রেক বাণ মারে অর্জ্জুন উপর। আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ কলেবর ॥ ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর। চারি বাণে চারি অশ্বে করিল জর্জ্জর ॥ আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর। কোটি যোদ্ধা মারিয়া লইল যমঘর ॥ হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর। নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥ প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥ জলস্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ। অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥ ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম। বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল। দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥ কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুগুণ। কাহার সারথি কাটে কার কার কাটে তূণ ॥ মধ্যদেশ কাহার সে ফেলাইল

কাটি। বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী। অস্থির পাণ্ডব সৈন্য রণে নাহি রয়। রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥ বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল। কুঝটীতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল॥ অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ। বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন। তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ। সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ॥ মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেণ অর্জ্জুন। বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন॥ নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা। রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা॥ দেখি সবিস্ময় হৈল অর্জ্জুনের মন। ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥ গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে। দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে॥ কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিতহইল। পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদকরিল॥ অর্জ্জুনঅস্থির রণে শ্রীহরি সারথি। মনে মনে বিচারকরেন যদুপতি ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নহে বীর। ভীষ্মের সংগ্রামে কোনবীর হয়স্থির নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে। হেন জনে কোন বীর জিনিবে সমরে॥ নিজমৃত্যু উপায় কহিল মহাশয়। এইকালে শিখণ্ডিকে আনাইতে হয়। এত ভাবি শিখণ্ডিকে ডাকেন সত্বর। হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর। আকাশে অমর গণ আইল সকল। গগণে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল॥ শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন। হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ॥ ঋষিগণ মুনিগণ বৈসে সুরলোকে। সপ্ত বসু সহ সবে আইল কৌতুকে॥ নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ। আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন॥ ঋষিগণে মুনিগণে গগণ ভরিল। করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল॥ এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল। শান্তনু-তনয় তাহা সকল শুনিল॥ ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে। দেবতার প্রিয় কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল। অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল॥ অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন। শিখণ্ডিকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ॥ অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকীতনয়।

এমত কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥ শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উ-ত্তর। ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর॥ এত বলি শিখণ্ডিকে বসাইয়া রথে। দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে॥ অস্ত্র ত্যাগকরি ভীষ্ম হেটমুণ্ড হৈয়া। কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া। ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর। আমারে মারিবা করি কপট সমর॥ এতেক বলিয়া বীর নানাস্তুতি করে। পুলকে সহস্র নাম করে উচ্চৈঃস্বরে॥ শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার॥ ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিদিত সবার॥ শুনিয়াছি পরশুরামের সহরণ। দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন॥ তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত। সেকারণে তোমা সহ বুঝিব নি-শ্চিত॥ পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ। সংগ্রামে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন॥ সত্য বলিলাম মম নাহি লড়ে বোল আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল॥ শিখণ্ডিকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী। যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি॥ স্ত্রী জাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল। দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল॥ শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে। তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোন কালে॥ শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ। ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান॥ শত২ বাণ মারে বাছিয়া২। অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া॥ শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হইয়া নির্ভয়। সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয়। নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন। মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন॥ হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু। পঞ্চ বিংশ বাণে তার বিন্ধিলেন তনু॥ শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে। ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥ অর্জ্জুনেরে বাণ সব অগ্নিসম ছুটে। ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে॥ গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন। এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কথন॥ শিখণ্ডী পশ্চাৎ থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর। আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ২ শর॥ এত চিন্তি শ্রীহরিচরণে ধ্যান করি। মুখেতে রটনা করি শ্রীহরি শ্রীহরি॥ বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনেঘন

শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন॥ ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে। রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥ সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর। সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥ তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন। পিতামহ বক্ষস্থলে করেন ঘাতন॥ বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল। রথের উপর হৈতে পড়ে ভূমিতল॥ শিয়র করিয়া পুর্ব্বে পড়িল সে বীর। আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥ ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর। হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর॥ দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার। সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আইল দেখিবার॥ দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হৈয়া। রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়া॥ দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ। রথ ত্যজি ধায় সবে মহাশোক মন। বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন। উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ। স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিবাহিলা। পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলা॥ বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলা পরাজয়। তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয়॥ বড় সাধ আমার আছিল মনে মন পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধন॥ তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল। সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লংঘিল॥ তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে। সমরে পড়িলা তুমি মম কর্ম্ম দোষে॥ হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ। শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ॥ রথ হইতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন। ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন॥ ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীরতনয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥ অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য অধিপতি। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রাজার সংহতি॥ শরশয্যা যেখানে আছেন ভীষ্মবর। প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির॥ ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যদা সাগর॥ ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে। দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে॥ শিশুকালে পিতৃহীন হইলাম পঞ্চজনে। পিতৃশোক না জানিলাম তো-

মার কারণে ॥ আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম। এত দিনে আমরা অনাথ হইলাম ॥ ধিক ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে। হেন পিতামহকে নাশিলাম সমরে ॥ ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে। নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥ হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল। সাধু২ বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর। কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥ এই দক্ষিণায়ন আছে যত দিন। তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥ বল পরাক্রম যত সব পরিহরি। শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি ॥ রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন জানহ তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥ রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবত। শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবত ॥ এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী। সাধু২ গঙ্গাপুত্র কুরু কুলমণি ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত। তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত ॥ দেববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর। দুর্য্যোধন রাজা চাহি বলেন উত্তর ॥ শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর। মাথা লুঠি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর ॥ কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান। মাথা যেন না লুঠায় দেহ উপাধান ॥ শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে। দিব্য অপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥ হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর। হেন উপাধান কোন হেতু নৃপবর ॥ ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়। এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥ তবেত অর্জ্জুন বীর লয়ে ধনুঃশর। তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥ মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল। হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল ॥ আনন্দিত হইয়া মনে ভীষ্ম মহাবীর। দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥ শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন। জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হৈয়া। সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পূরিয়া। স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর। অর্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া। মারেন পৃথ্বীতে বাণ

আকর্ণ পূরিয়া ॥ পৃথিবী ভেদিল বাণ অধঃপ্রবেশিল। ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥ দুগ্ধ ধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে। দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে ॥ জল পান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্তমন। দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥ ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিৎ। যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥ দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়। ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয় ॥ পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ। তাহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥ দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না লড়ে। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥ শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে। দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥ বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল। রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল ॥ গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল। কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরেতে গেল ॥ মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন। সর্ব্ব যজ্ঞ ফল লভে শুনে যেই জন ॥ সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠ গমন। কাশী দাস কহে ইহা ব্যাসের বচন ॥ পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া মিলন। এত দিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপন ॥

ইতি সমাপ্তোঽয়ং।